NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ যুবাদের হাত ধরতে 'ভরসা কার্ড', মঞ্চে পেজ-বিজেন্দ্র

ভোটের মুখে অন্ধকারে শতাধিক বুথ, প্রশ্নের মুখে পরিকাঠামো ৩

কলকাতা ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ৩ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.04.2026, Vol.19, Issue No. 305, 8 Pages, Price 3.00

মেয়েরা ক্ষমা করবে না, মোদীর তিরে বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: লোকসভায় পেশ তিনটি বিল, ১২ ঘণ্টা আলোচনার শেষে ভোটাভুটি হতে পারে আজ। এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। মোদী বলেন, 'দেশের বোনেদের উপর আস্থা রাখুন। লোকসভায় তাঁদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করুন।'

'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' অর্থাৎ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলের আড়ালে আসন পুনর্বিন্যাস করে দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে গৌণ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, এমনই অভিযোগ এনেছে বিরোধীরা। কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'গ্যারান্টি' দিয়ে বলেন, দক্ষিণী রাজ্যগুলি কোনওভাবে বঞ্চিত হবে না। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন, দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব কমবে না, বরং বাড়বে।

সংসদে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশনে তিনটি বিল পাশ করাতে চাইছে কেন্দ্র। তিনটি বিল হল, মহিলা সংরক্ষণের জন্য ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল, লোকসভার সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার জন্য আসন পুনর্বিন্যাস বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনটি বিলই লোকসভায় পেশ করা হয়েছে। প্রায় ১২ ঘণ্টা আলোচনার পরে শুক্রবার বিকেলে এই তিনটি বিলের উপর ভোটাভুটি হতে পারে সংসদের নিম্নকক্ষে।

এই বিল লোকসভায় পেশ করা হবে কি না, তা নিয়েও ভোটাভুটি হয় অধিবেশন কক্ষে। তাতে বিল পেশের পক্ষে মত দেন ২৫১ জন সাংসদ। বিপক্ষে মত দেন ১৮৫ জন। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে বৃহস্পতিবার সকালেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, নারী ক্ষমতায়নের জন্য এক 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' হতে চলেছে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে। মোদী বলেন, 'ভারতকে আমরা নতুন দিশা দেখাতে চলেছি। মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ ভারতীয় সংসদের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

পাশাপাশি, বিরোধীদের রাজনীতি ছেড়ে উন্নয়নের শরিক হওয়ার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মহিলা বিলের বিরোধিতা করেছে একটি দল! ভোটের সময় যাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন, মানুষ তাঁদের জবাব দিয়েছে।' তবে নির্দিষ্ট কোনও দলের নাম করেননি তিনি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটা সকলের সাফল্যের ফল। এটা গোটা দেশের সাফল্য। এটা কোনও একটি দলের জয় নয়।' মহিলা সংরক্ষণ বিলে রাজনীতির রং লাগানোর প্রয়োজন নেই বলেও জানান মোদী।

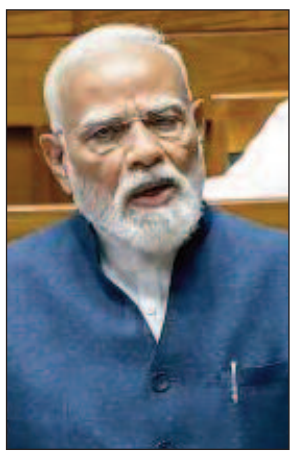

'বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' অর্থাৎ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চাপানউতোর। তারই মাঝে কোচবিহারের ঘোকসাডাঙার ছোটশিমূলগুড়ি গ্রাউন্ডের জনসভা থেকে এই ইস্যুতে প্রথমবার মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিল পেশের মাধ্যমে আসলে বিজেপি বঙ্গভঙ্গের ছক কষছে বলেই দাবি তাঁর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখন বলছে বিল আনছে। মহিলাদের কত অসম্মান বলুন তো। ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ মহিলাদের। আমরা মন প্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছি। সংসদে অনেক লড়াই করেছি। আমাদের দলও লড়াই করেছে। ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল তো অনেকদিন পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে জনবিন্যাস কেন করছো? একসঙ্গে কেন? বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করছো?' তাঁর আরও দাবি, এই বিল পেশের মাধ্যমে আসলে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং এনআরসি কার্যকর করার চক্রান্ত লুকিয়ে রয়েছে।

লোকসভায় মোদী বলেন, 'যাঁরা মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করছেন, মেয়েরা তাঁদের ক্ষমা করবে না।' বিরোধিতার জন্য তাঁদের 'দীর্ঘ সময় ধরে মূল্য চোকাতে' হবে বলেও জানান তিনি। মহিলা সংরক্ষণ বিল ২৫-৩০ বছর আগেই পাশ হওয়া উচিত ছিল বলে মতপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বক্তব্য, নানা বাহানা দিয়ে এই বিল পাশ করাতে বিলম্ব করা হয়েছে।

সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ধর্মেন্দ্র যাদব মোদীর অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় বা ওবিসি পরিচয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে মোদী জানান, তিনি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হলেও সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। তার পরেই সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে মোদী জানান, তিনি কখনও কখনও মুলায়ম-পুত্রের সমর্থন পান। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে মোদীর বক্তৃতার সময় উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বসতে বলেন স্পিকার ওম বিড়লা। তার পরেই স্পিকারের উদ্দেশে মোদী বলেন, 'ওঁকে (কল্যাণ) বলতে দিন। ওখানে (পশ্চিমবঙ্গ) ওঁকে কেউ কিছু বলতে দেন না।'

পাশাপাশি, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের কৃতিত্ব চান না প্রধানমন্ত্রী মোদী। মোদী জানান, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের জন্য তিনি কোনও কৃতিত্ব চান না। কোনও নেতা এর কৃতিত্ব নিতে চাইলে তিনি পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপনও দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন তিনি। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর জন্য তিনি রাজনৈতিক সুবিধা পেলেও পেতে পারেন বলে জানিয়েছেন মোদী। একই সঙ্গে তিনি জানান, এই 'সংস্কারের কাজ' তিন দশক ধরে স্থগিত হয়ে থাকলে সাধারণ মানুষ এবং সব দল সুবিধা হারাবে।

লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য হবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি দেশের কোনও রাজ্য, তা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যেখানে হোক, কারও উপর অবিচার হবে না।' মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল নিয়ে কংগ্রেসকেই মূলত নিশানা করেছেন মোদি। পঞ্চায়েত স্তরে কংগ্রেস মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, তা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, তাহলে এখন কেন সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিলে বিরোধিতা? সেইসঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরেই তিনি বলেন, 'এখন এই বিলের বিরোধিতা করলে তার মাশুল গুনতে হবে বহুদিন।'

এদিন লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই বিলের উপযোগিতা বিশদে ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, সংশোধন সর্বদা গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বাড়ায়। বিকশিত ভারত মানে শুধু দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়। নারীদের আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন, তাঁদের ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রয়োজন। এই বিল সেই দিশা দেখিয়েছে। সবাই মিলে বিলটি পাশ করার জন্য আবেদন জানান তিনি।

সুপ্রিম রায়ে স্বস্তি

ভোটের দু'দিন আগেও ট্রাইব্যুনাল ছাড়পত্র দিলে দেওয়া যাবে ভোট

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: নির্বাচনের দু'দিন আগে পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল যে বিবেচনাধীন ভোটারদের আবেদনের নিষ্পত্তি করে নাম তালিকায় তোলার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে এসআইআর মামলায় এই রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

উল্লেখ্য, ভোটে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা করার শেষ দিনে ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেয় কমিশন। এ বার সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করল। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, ভোটদানের দু'দিন আগে পর্যন্ত যে বিবেচনাধীন ভোটারদের আবেদন নিষ্পত্তির পরে নাম তালিকায় তোলার জন্য ছাড়পত্র দেবে ট্রাইব্যুনাল, তাঁরাও ভোট দিতে পারবেন। তবে বিবেচনাধীন ভোটারদের আবেদনের নিষ্পত্তি হতে হবে ট্রাইব্যুনালে। সেখানে শুধু আবেদন করলেই চলবে না। রাজ্যে ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট।

বাধ্যতামূলক নয় ভোটদান

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: ভোটদান বাধ্যতামূলক করার আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, ভোটদানের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করতে পারে না আদালত। এ বিষয়ে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রত্যেকের ভোটদান বাধ্যতামূলক করা এবং কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভোট না দিলে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে ভোট না দেওয়া ব্যক্তিদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বা অনুদানও সীমিত করার জন্যও নির্দেশিকা জারির আবেদন জানান মামলাকারী। বৃহস্পতিবার মামলাটি উঠেছিল প্রধান বিচারপতি কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে। সেখানে তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই বিষয়গুলি আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। আদালত এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না।

আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাতিল ভোটারদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। সঙ্গে দলের কর্মীদেরও পৃথক নির্দেশ দিয়েছেন। মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, তিনিই এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন। তাই এই রায়ের পর তাঁর চেয়ে খুশি আর কেউ নন। ভোটের প্রচারের কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন মমতা। কোচবিহারে তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের খবর পান। কোচবিহারের হেলিপ্যাডে নেমেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মমতা। বলেন, 'সকলকে অভিনন্দন। দিনহাটা থেকে হেলিকপ্টারে উঠেই আমি সুখবরটা পেলাম। প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, সকলে ধৈর্য ধরুন। আমি খুব খুশি। বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত। আমিই মামলা করেছিলাম। তাই আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়।'

দলের কর্মীদের উদ্দেশে বিশেষ নির্দেশও দিয়েছেন মমতা। জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনালের কাজের পর অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হলেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটের স্লিপ বিলি করতে হবে দলীয় কর্মীদের। মমতা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো, যাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ তারিখ। ভোটের দু'দিন আগেই। ওটা পেলে বুথের সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের বলব, সে দিন রাতের মধ্যেই ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যেন পৌঁছে দেয়, যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন।' ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের ক্ষেত্রেও দু'দিন আগে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে জানিয়েছেন মমতা। ভোটারদের নিশ্চিন্ত থাকার পরামর্শও দিয়েছেন।

'মিথ্যা কথা বলার আগে যাচাই করুন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি-কে একের পর এক তোপ দাগেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রান্নার গ্যাসের দাম থেকে শুরু করে আসন পুনর্বিন্যাস-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আক্রমণ শানান কেন্দ্রকে। তুলে ধরেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের অভিযোগও।

নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণের পাশাপাশি 'বার্নল' প্রসঙ্গ টেনে কমিশনকেও একহাত নেন মমতা। তিনি আরও বলেন, 'আবার একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল, গরমে পুড়লে বার্নল লাগিয়ে দেবে। মানেটা কী! গরমে পুড়লে তো কেউ বার্নল লাগিয়ে দেয় না। বার্নল লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেবে সব। জ্বলে গেলে তখন বার্নল দেবে। লজ্জাও করে না! এই ভাবে ভোট হয়? কোনওদিন হয় না। হিম্মত থাকলে সামনাসামনি এসে লড়ো।' বিজেপিকে বিঁধে তৃণমূলনেত্রীর হুঁশিয়ারি, 'কূটকচালি, ছলনা যদি করো, আমাদেরও বিছুটিপাতা আছে। আমরা বিছুটিপাতা সাপ্লাই করে দেব।' এদিন জনসংখ্যা পুনর্বিন্যাসের নামে এনআরসি করার অভিযোগেও সুর চড়ান মমতা।

মমতা বলেন, 'তৃণমূলকে বলে চার্জশিট দিচ্ছি। আমি মোদীজিকে চার্জশিট দিচ্ছি। আপনার অর্থমন্ত্রীকে অবিলম্বে স্যাক করুন। আদর্শ আচরণবিধি ভেঙে কী করে তিনি ফর্ম বিলি করছেন! কেন বাজেটে রাখেনি! হিম্মত থাকলে বাজেটে রাখতেন, আপনি ভোটের আগে দিতেন, আমার কোনও আপত্তি ছিল না।'

মমতা বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলায় আমাদের সব প্রার্থীকে জেতান। বিজেপি-কে ভোট দিয়েছিলেন, একটা কাজও করেনি। জীবনেও করবে না। বরং আপনার অধিকার হরণ করবে। গণতন্ত্রের অধিকার হরণ করবে। আসন পুনর্বিন্যাসের নামে এনআরসি চালু করে। যার ভোট আছে, তাকেও বাদ দেবে।'

বিজেপি-কে বিঁধে মমতা বলেন, 'এই যে ফর্মগুলো ফিলআপ করছে, এটা চিটফান্ডের কাহানি। করলেন, তো গেলেন।'

পাকে আক্রান্ত লস্করের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামজা

ইসলামাবাদ, ১৬ এপ্রিল: পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-এ-তইবার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জঙ্গি আমির হামজাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাহোরে একটি সাংবাদমাধ্যমের দপ্তরের সামনে তাঁকে গুলি করা হয়।

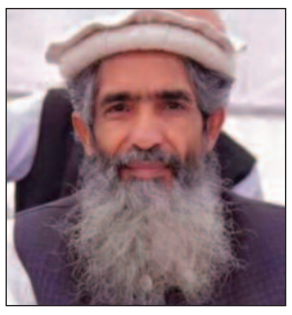

এই নিয়ে গত এক বছরে দ্বিতীয়বার হামলা হল মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির উপরে। গত বছর মে মাসে নিজের বাড়ির সামনে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ হামলা চালায় হামজার উপরে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেই সময় পাক সরকারের তরফে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল কুখ্যাত জঙ্গির। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে নীরব ছিল প্রশাসন। এর পরেও লস্কর প্রতিষ্ঠাতার উপর নতুন করে প্রাণঘাতী হামলা হল। এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়, কে বা কারা এই হামলা চালাল।

প্রসঙ্গত, হাফিজ সইদের সঙ্গে মিলে লস্কর-এ-তইবা প্রতিষ্ঠা করে আমির হামজা। দুনিয়াজুড়ে একাধিক নাশকতায় নাম জড়িয়েছে তার। ভারতে জঙ্গি হামলাতেও তার সংযোগ পাওয়া যায়। হামজা 'আফগান মুজাহিদিন' নামেও পরিচিত। জঙ্গি গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা বলা হয় তাকে। জ্বালাময়ী ভাষণ এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখালেখির জন্য পরিচিত। লস্করের মুখপাত্রের নিয়মিত লেখক হামজা। একাধিক বই রয়েছে তার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০০২ সালে প্রকাশিত 'কাফিলা দাওয়াত অউর শাহদত'। উল্লেখ্য, ভারতের পাশাপাশি আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে লস্কর জঙ্গি আমির হামজা। আমেরিকার ট্রেজারি দপ্তরের কালো তালিকায় রয়েছেন এই পাক জঙ্গি হামজা। সূত্রের খবর, লস্করের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব সামলাতেন হামজা। অর্থ সংগ্রহ করা, জঙ্গিদলে নিয়োগ, ধৃত জঙ্গিদের ছাড়ানোর জন্য সমঝোতা এবং আলোচনা চালানো ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর।

জনসমাগমেই ইঙ্গিত, কুলটি করিতে অভিষেকের সভায় উঠল ‘ফের দিদিকে চাই’ স্লোগান

অরূপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম: তীব্র গরম উপেক্ষা করেও জনতার ঢল নামল গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইলের কুলটিকরি হাইস্কুল মাঠে। রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ চড়তে শুরু করেছে জঙ্গলমহলে। তারই মাঝে তৃণমূলের সভায় এমন ভিড় নতুন করে বার্তা দিচ্ছে ভোটের হাওয়া কোন দিকে বইছে। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরিতে তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর সমর্থনে সভা করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৩১ শতাংশ কুড়মি অধ্যুষিত এই এলাকায় সভা ঘিরে দেখা যায় উৎসাহের ছবিও। মাঠ জুড়ে মহিলা থেকে প্রবীণ; সব বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। বক্তৃতার মাঝে মধ্যেই করতালিতে ফেটে পড়ে সভাস্থল। সভায় উপস্থিত বহু মানুষের মুখেই শোনা যায়, ফের দিদিকে চাই; এই স্লোগান। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই ফের তৃণমূলের প্রতি আস্থা বাড়িয়েছে। বক্তৃতায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানান অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, গত দশবছরে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে কেন্দ্রের ভূমিকা কার্যত নেই। ঝাড়গ্রামে সাংসদ থাকার পরেও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপিকে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

২০১১ সালের পর থেকে এলাকার পরিবর্তনের খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর কথায়, একসময় পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলে স্বাক্ষরতার হার ছিল ৬৫ শতাংশ এবং দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪ শতাংশ। বর্তমানে একাধিক সরকারি প্রকল্পে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তিনি জানান, গোপীবল্লভপুর বিধানসভায় প্রায় ৭০ হাজার মহিলা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। ‘কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন ৫২ হাজারের বেশি কৃষক। ‘যুবসাথী’ প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন প্রায় ৩৫ হাজার যুবক-যুবতী। ‘পথশ্রী’ প্রকল্পে কয়েক কোটি টাকার ব্যয়ে ১০০ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা তৈরি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিক তুলে ধরে অভিষেক বলেন, নতুন রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এলাকায়। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে গত দু’বছরে ১১ হাজারের বেশি মানুষ আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই খাতে কোনও সহযোগিতা মেলেনি বলেও অভিযোগ তাঁর। বিজেপির বিরুদ্ধে ভুয়ো প্রতিশ্রুতির অভিযোগও তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, মহিলাদের প্রভাবিত করতে টাকার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। লোধাশুলিতে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র নামে অর্থ বিতরণের ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, এই ধরনের প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি জঙ্গলমহলে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, কুড়মি ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। তবে মানুষ সেই ফাঁদে পা দেবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং প্রার্থীরা।

মানুষের জন্য কাজ করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। শুক্রবার সকালে পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন সকালে তিনি কাঁটাডাঙার আইসক্রিম ফ্যাক্টরির কাছ থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে তিনি রবীন্দ্রপল্লিতে প্রচার শেষ করেন। পুত্রের হয়ে জনসংযোগে যোগ দিয়ে নোয়াপাড়ার পদ্ম প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, দলের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করছেন। শাসকদলের অভিযোগকে তিনি পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দলের নেতারা সর্বদা মিথ্যা কথা বলেন। দলীয় প্রার্থী পবন কুমার সিং ছাড়াও এদিনের ভোট প্রচারে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া-১ মণ্ডল সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রমোদ সিং, গোপাল সাউ প্রমুখ।

বর্ষবরণের শোভাযাত্রায় মানুষকে শুভেচ্ছা জানালেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সরাসরি বার্তা দিল পূর্ব রেল। দুপুরে সেখানে পৌঁছে জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কার দূরপাল্লার ট্রেনের কামরায় উঠে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাস্তব সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি স্পষ্ট জানান, খাওয়ার পর প্লাস্টিক বা বোতল লাইনে ফেললে পরিষ্কার করতে গিয়ে কর্মীদের বিপদ হয়। তাঁর আরও সতর্কবাণী, নর্দমা আটকে জল জমলে সংকেত ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়, এতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। যাত্রীদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলাই হোক অভ্যাস। এক যাত্রীর কথায়, এভাবে সরাসরি সচেতন করা হলে মানুষ ভাববে। উৎসবের দিনেই তাই স্পষ্ট বার্তা; পরিচ্ছন্নতা কেবল দায়িত্ব নয়, নিরাপদ যাত্রার শর্তও বটে।

পাথুরিয়াঘাটা ৫-এর পল্লির সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ব্যানার উন্মোচনের অনুষ্ঠানে পুজো কমিটির সভাপতি ইলোরা সাহা, মৃণাল সাহা, ও বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তিনকড়ি দত্ত।

ভোটের আগে ওয়েবকাস্টিং ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে কড়া ব্যবস্থায় কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশন প্রথম দফার ভোটের আগে ওয়েবকাস্টিং ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ৬৪২টি ‘শ্যাডো জোন’ চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে স্বাভাবিক ওয়েবকাস্টিংয়ে সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৬২টি জোনে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, ফরাক্কা ও আলিপুর এলাকায় সবচেয়ে বেশি শ্যাডো জোন রয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় বিশেষ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে, যাতে সিম কার্ড ব্যবহার করে সরাসরি সংযোগ বজায় রাখা যায়। ফলে মনিটরিংয়ে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না বলেই কমিশনের দাবি। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠলে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট জওয়ানকে সাসপেন্ড করা থেকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে। নজরদারি আরও জোরদার করতে ইসিআই সদর দপ্তর এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের অফিসে বিশেষ স্ক্রিন বসানো হচ্ছে। প্রতিটি রিটার্নিং অফিসারের জন্য আলাদা মনিটরিং স্ক্রিন থাকবে। এই পুরো ব্যবস্থার তদারকিতে ১৫ থেকে ২০ জন আইপিএস আধিকারিককে নিয়োগ করা হচ্ছে।

এবার নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারও বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। ওয়েবকাস্টিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে বুথের পরিস্থিতি রিয়েল টাইমে বিশ্লেষণ করা হবে। কোনও বুথে চারজনের বেশি ভোটার একসঙ্গে উপস্থিত থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসবে। একই ভাবে ইভিএমের কাছে একজনের বেশি লোক থাকলেও সতর্কবার্তা পাঠানো হবে।

রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় জুট শিল্পের এই দশা: পবনকুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় আজ জুট শিল্পের এই দশা। শুক্রবার বিকেলে ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিল গেটের সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং। তাঁর দাবি, জুট শিল্পের পুনরুজ্জীবনে কেন্দ্রের সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় আজ এই শিল্পের দৈন্য দশা। পবনের কথায়, ওড়িশাতে একটা সময় নবীন পট্টনায়েক কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। যার ফলে ওড়িশাতে ভালোই উন্নয়ন হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় না রাখায়, এখানে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, শিল্পাঞ্চলের প্রতিটি জুটমিলেই ঠিকাদারি রাজ চলছে। এপ্রসঙ্গে ভাটপাড়ার তরুণ বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং বলেন, তিনি ঠিকাদারি প্রথার বিরুদ্ধে। ঠিকাদারি প্রথার কারণে মজদুররা পিএফ কিংবা ইএসআই থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর দাবি, মজদুরদের উন্নয়নে পরিবর্তনের দরকার। পরিবর্তন আসলেই বাংলায় শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। জুটমিল গেটের সভা থেকে এদিন বদলের ডাক দিলেন শ্রমিক দরদী বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল জমানায় জুটশিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা অন্যত্র চলে গেছে। তাঁর দাবি, পরিবর্তন ঘটলে বাংলায় শিল্পের জোয়ার আসবে। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কারনাথ সাউ, প্রাক্তন কাউন্সিলর কানাই জয়সওয়াল, শ্রমিক নেতা রামপ্রবেশ সিং, বিনয় মণ্ডল ও উমেশ রায়, গোপাল সাউ প্রমুখ।

এবার বাংলায় আমরাই সরকার গড়ব, কোচবিহারে দাঁড়িয়ে দাবি হিমন্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: ভোটের মাঠে নেমে কোচবিহার থেকে জোর গলায় জয়ের ঘোষণা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর দাবি, আমার মনে হয়, এবার বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাছ-মাংস নিষিদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিলেন তিনি। হিমন্তের কথায়, প্রতিদিনই মা কামাখ্যার মন্দিরে পশু বলির প্রথা পালিত হয়, অথচ অসমে মাংস নিষিদ্ধ করা হয়নি। অসম ও বিহারে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, কিন্তু সেখানে মাংস নিষিদ্ধ নয়। তাঁর কটাক্ষ, মমতাজি ভয় পান যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে গরু পাচার বন্ধ হয়ে যাবে। সীমান্ত প্রসঙ্গ টেনে হিমন্ত বলেন, আমাদের একমাত্র উদ্বেগের বিষয় হল কেন বাংলাদেশিদের আমাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশিদের আমাদের দেশে প্রবেশে বাধা দিতে দেন না। সীমান্ত বেষ্টনী দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।

ভোট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উত্তর কলকাতা পরিদর্শন করলেন নির্বাচনী আধিকারিক স্মিতা পাণ্ডে। ছবি- অদিতি সাহা

ভোটের ডিউটিতে এসে অসুস্থ ১৪ জওয়ান, দূষিত জলেই সন্দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: ভোটের কাজে রাজ্যে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ১৪ জন কেন্দ্রীয় জওয়ান। ঘটনা কোচবিহারের তুফানগঞ্জের। বক্সিরহাট থানার সালবাড়ি-২ এলাকার তালিগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন তাঁরা। গত ১৫ এপ্রিল সি কোম্পানির জওয়ানরা পেটের গোলমাল ও গায়ে ব্যথা নিয়ে কাতর হয়ে পড়েন। দ্রুত তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর ১০ জন ছাড়া পান। চারজনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। জেলাশাসক নিজে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি ও ছাড়া পাওয়া জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন। বাহিনীর চিকিৎসকও পাশে ছিলেন। প্রাথমিক অনুমান, নগাঁও থেকে ১৩ এপ্রিল দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসার ধকল আর পথে উপরের ট্যাঙ্কের দূষিত জলে রান্নাই কাল হয়েছে। এখন পানীয় জল সরবরাহ করছে প্রশাসন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ভর্তি থাকা তিন জওয়ানের অবস্থা স্থিতিশীল। শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী জয়দেব ঘোষ, পিতা দীনেশ চন্দ্র ঘোষ। ঠিকানা- ৩৮, দক্ষিণ পল্লী, রহড়া, খড়দহ, থানা- রহড়া, কোল-১১৮, আমি ১০৯ খড়দহ বিধানসভার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে খড়দহ থানায় কেস ৮৬১/১৬, তারিখ- নং- ২৭/১১/২০১৬ একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাহা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় কোর্ট ব্যারাকপুরের বিচার অধীনে। শ্রী জয়দেব ঘোষ।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ৭৬ নং জে. এল ভুক্ত ধুলাসিমলা মৌজায় (LR KH) এল আর ২৪৪৩ নং খতিয়ানে লিখিত (R.S DAG) আর এস-১২০৬/১৩৬১ নং দাগ ও (LR DAG) এল আর ১২৪২ নং দাগে ৩০ শতক শালি ও আরো অনন্য দাগের সম্পত্তি যাহা শ্রীমতী শুভ্রা পান্ডে মহাশয়া শ্রী রতনকুমার পান্ডে মহাশয় কে A.D.S.R ULUBERIA অফিসে গত ইংরাজী ২২/১০/২০২৫ তারিখে ৬১৯৫ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অতঃপর আমার মক্কেল শ্রী অতনু খাঁড়া পিতা- তপন খাঁড়া, সাং- মৌবেশিয়া, পোষ্ট- ধুলাসিমলা, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৫, উপরিউক্ত (L.R DAG) এল আর ১২৪২ নং দাগে ০৩ শতক শালি সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার শ্রী রতনকুমার পান্ডে মহাশয়ের নিকট হইতে A.D.S.R ULUBERIA অফিসে গত ইংরাজী ১৯/১২/২০২৫ তারিখে ৭৯৩১ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা পত্র দ্বারা খরিদ করিয়াছেন অতঃপর শ্রী অতনু খাঁড়া মহাশয় পূর্বতন মালিকের নাম খারিজ করিয়া উক্ত ক্রয়কৃত ০৩ শতক শালি সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B. L & L.R.O ULUBERIA-I অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হইবে।

অনাদ্রী শেখর মণ্ডল, আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, চারটি দলিল উল্লেখ্য নং ৮০৭-১৯৫০ সালের, দলিল নং ৫৯৯-১৯৫২ সালের, দলিল নং ৯৫-১৯৫৩ সালের, দলিল নং ২১১৯-১৯৫৩ সালের সমুদয় রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার শ্রীরামপুর, আমার মক্কেলের শ্রী দেব কুমার পাল পিতা শ্রী বাসুদেব পাল, নিবাস ফ্ল্যাট নং ৫০১, ব্লক -বি, গোল্ডেন টাওয়ার, ৮৩/১, মালিকতলা, পো : মাখলা, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি পিন- ৭১২২৪৫- হেফাজত থেকে খোয়া / হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপাড়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৬৩৩/২৬ তারিখ ১৫.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিল সম্পর্কে কোনও দাব থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন, অন্যথায় কোনও দাবি পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাডভোকেট
সঙ্গীতা চক্রবর্তী
হাওড়া জাজেস কোর্ট
৯৮৩০১৮৪০৭১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং-২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রীমতী স্বপ্না দাস সরকার, স্বামী- শ্রী হিরন্ময় দাস, সাং- গোয়ালদহ, পোঃ - গোয়ালদহ, থানা - কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩। জেলা- নদীয়া, থানা- কোতোয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার বর্তমান মালিক পঃ বঃ সরকারের পক্ষে নদীয়া জেলা কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তার অধীন লিখিত আর.এস. ৩৮০২ নং এল.আর. ১৬১৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ১৫০৬১/৩৩৪০৮ নং (দলিল দৃষ্টে) আর.এস. ৩৩৪০৮ নং (রেকর্ড দৃষ্টে) এল.আর. ১৯৫৫১ নং দাগে ০.৪১ একর বা ৪১ শতক সম্পত্তি (যাহা পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী- ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৫৪৭/২০২৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী চন্দ্রগুপ্ত দাস, পিতা- মৃত কামিনী কুমার দাস, সাং - কামারহাটি, পোঃ ও থানা - বেলঘরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৫৬, মহাশয়-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি শ্রীমতী স্বপ্না দাস সরকার গত ইং- ১৬.১২.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৩৫৭/২৫ নং একখানি কোবালা দলিল বলে শ্রীমতী বন্দনা সাহা রায়, স্বামী- শ্রী পলাশ রায়, সাং- বাগানেপাড়া লেন, পোঃ- শক্তিনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, মহাশয়া-কে উপরোক্ত দাগে ০.২০৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষণে বন্দনা সাহা রায় মহাশয়া স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবরে লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate & Surveyor
Krishnanagar Judges' Court, Nadia

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অর্নব শেঠ,** পিতা প্রয়াত অরুণ কুমার শেঠ, নিবাস : ৭৪/১, ব্লক -৪, লেক ডিস্ট্রিক্ট,ফ্ল্যাট নং : ৭এল, নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, পো অফিস : নারকেলডাঙ্গা, থানা : ফুল বাগান, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য -**২০০ বর্গ মিটার, প্লট নং সিএ-৮৫, প্রেমিসেস নং ১৯-০১৯৯,** অ্যাকশন এরিয়া -আইসি, নিউ টাউল, থানা : নিউ টাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৫৬, **শ্রীমতি আয়েশা কায়েস,** পিতা প্রয়াত আমরুল কায়েস (আরও পরিচিত মহ আমরুল কায়েস হিসেবে) নিবাস হেরিটেজ শ্রীজন পার্ক, ব্লক -৫, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৭২, তিলজলা রোড, ডন বসকো স্কুলের নিকট, পো গোবিন্দ খটিক রোড, থানা বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০৪৬, এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত আমরুল কায়েস পিতা প্রয়াত আবদুল কাসেম এর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ক্রয় করতে আগ্রহী। যেকোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনও স্বত্বাধিকার, স্বার্থ, দাবি বা অন্যকোনও প্রকার দাবি থাকলে বা অংশের দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে জানাতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

সৌমেন মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
হাইকোর্ট, কলকাতা
মো : ০৯৪৭৪৩১৬৯২৮
ইমেল : soumenmukherjeeskail@gmail.com

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 26/12/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 13439 নং এফিডেভিট বলে আমি Allarakha Mal S/o. Chaku Mal, R/o. Nitkar (Malpara), Danrpur, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (190 Polba Assembly, Part No. 174, Sl. No. 583, Hooghly,) আমার সঠিক নাম Allarakha Mal S/o. Chaku Mal-এর পরিবর্তে Haradhan Mal S/o. Chaku Mal লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Allarakha Mal S/o. Chaku Mal ও Haradhan Mal S/o. Chaku Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9664 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Halim S/o. Late Sk. Nur Mahammad, R/o. Mulgram, Inchhura, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (XXXX XXXX 5603) আমার সঠিক নাম Sk Halim-এর পরিবর্তে Shekh Halimbhai Nurmahammad লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Sk Halim ও Shekh Halimbhai Nurmahammad S/o. Late Sk. Nur Mahammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Sarmistha Begum W/o. Sk Nasiruddin, R/o. 197, M.G. Road, Khadinamore, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. do hereby declare that I have changed my name from Sarmistha Begum to Sarmistha Begam Ghosh and henceforth I shall be known as Sarmistha Begam Ghosh in all purpose, vide an affidavit no. 4801, sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court on 02/02/2026. I, Sarmistha Begam Ghosh & Sarmistha Begum, both are the same & one identical person.

গত 10/04/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 480 নং এফিডেভিট বলে আমি Arpita Sarkar (old name) W/o. Tanmoy Sarkar, present address 1/169, Kapasdanga Colony, Chinsurah, Hooghly-712103, permanent address Balagarh Road, Pal Para, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Arpita Sarkar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arpita Deb Sarkar (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Arpita Deb Sarkar & Arpita Sarkar W/o. Tanmoy Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/04/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 219 নং এফিডেভিট বলে আমি Sital Chandra Patra (old name) S/o. Panchanan Patra, R/o. Ranagachha, Sugandha, Polba, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sital Chandra Patra নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shital Patra (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Shital Patra & Sital Chandra Patra S/o. Panchanan Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/10/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abul Kasem ও Sk Abdul Kasem S/o. Sk Khalilur Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 10186 নং এফিডেভিট বলে আমি Raj Kumar Thakur & Raj Narayan Thakur ও আমার পিতা Daroga Thakur & D. Thakur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না
মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭,
মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ই এপ্রিল, ৩রা বৈশাখ, শুক্র বার। বৈকাল ৫/২৫ র পরে শুক্লা প্রতিপদ তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ৩ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার

যুবাদের হাত ধরতে ‘ভরসা কার্ড’, মঞ্চে পেজ-বিজেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে এবার যুব সমাজকে পাশে টানার পালা। কলকাতার মুরলিধর সেন লেনের রাজ্য দপ্তরে বুধবার ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ প্রকাশ করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার লিয়েন্ডার পেজ এবং বিজেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিতে ‘যুবশক্তি ভরসা’ কার্ড যুবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে যুবদের কাজ, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার প্রশ্নকেই সামনে আনা হয়। বক্তাদের বক্তব্য, দেশের বৃহত্তম শক্তি হল যুব সমাজ। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ-তরুণী বাধ্য হয়ে রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন। লিয়েন্ডার পেজের কথায়, একসময় বাংলা ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা এবং ক্রীড়ার কেন্দ্রস্থল। আজ সেই অবস্থান হারিয়ে বহু যুবক উন্নত সুযোগের জন্য অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁর দাবি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উদ্যোগ এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাংলাকে আবার তার পুরনো গৌরবে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিজেন্দ্র সিং-এর অভিযোগ, পর্যাপ্ত সুযোগ এবং সঠিক সহায়তার অভাবে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় পিছিয়ে পড়ছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই কার্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, বেকার যুবকদের আর্থিক সাহায্য, নতুন উদ্যোগে সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজই আগামী দিনের পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি, বলছেন আয়োজকেরা। তাঁদের আশা, এই কর্মসূচি রাজ্যের তরুণদের কাছে নতুন দিশা হয়ে উঠবে।

এই প্রকল্পে প্রতি মাসে বেকার যুবক-যুবতীরা ৩ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন। বুধবার ‘মাতৃশক্তি ভরসা’ কার্ড প্রকাশ করে বিজেপি। সেখানে মহিলাদের মাসিক ৩ হাজার টাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ভোটের মুখে একের পর এক প্রকল্পের ঘোষণা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন। তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগেও সরব শাসক শিবির তৃণমূল।

কমিশনের সিদ্ধান্তই বহাল

■ ভোটের মুখে রাজ্যের একাধিক আমলার বদলি নিয়ে মামলায় হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত। আইনজীবী অর্ক নাগের আবেদন শুনতেই চাইল না প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ। মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এর আগের নির্বাচন পর্যন্ত রাজ্যের পরামর্শ নেওয়া হত। এবার তা হয়নি। তিনি জানান, বিজ্ঞপ্তি জারির পর এক রাতেই প্রায় ১১০০ আধিকারিককে সরানো হয়েছে। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, রাজ্যের পরামর্শ নিতেই হবে আইনের কোথাও বলা নেই। রাজ্যের যেমন নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা নেই, একইভাবে কমিশনেরও রাজ্যের নিযুক্ত আধিকারিকদের উপর বিশ্বাস নেই। সেই জন্যই এই পরিস্থিতি হয়েছে। আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, হাইকোর্ট এই বিষয় বিবেচনা করে যা নির্দেশ দেওয়ার দিয়েছে। অফিসারদের তো বাইরের রাজ্য থেকে আনা হয়নি। রাজ্যেরই অফিসারদের বিভিন্ন জায়গায় বদলি করা হয়েছে। তাঁরা কেউ অযোগ্য নয়।

প্রথম দফার ভোটের প্রস্তুতি শুরু

■ ২৩ এপ্রিল রাজ্যের প্রথম দফার ভোট। তার আগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল যন্ত্র বসানোর কাজ। প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের সামনেই হল এই প্রক্রিয়া। কমিশন সূত্রে জানা গেল, প্রথম দফায় বাংলায় বুথের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩৭৮। প্রতিটি বুথের জন্য যন্ত্র ঠিক হয়েছে দুই দফার ভোটার তালিকার মাধ্যমে। প্রথমে জেলা গুদাম থেকে বিধানসভা কেন্দ্রে, পরে কেন্দ্র থেকে বুথে পাঠানো হয়েছে যন্ত্র। প্রস্তুতির পর পাঁচ শতাংশ যন্ত্রে হবে মহড়া ভোট। সেখানে এক হাজার করে ভোট দিয়ে দেখা হবে। প্রার্থীরা চাইলে নিজেরাও মহড়া নিতে পারবেন। প্রথম দফার ভোটার তালিকা জাতীয় ও রাজ্য স্তরের দলগুলিকে জেলা দপ্তরে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফার তালিকা পেয়েছেন প্রার্থীরা। সব যন্ত্র এখন বিধানসভাভিত্তিক শক্ত ঘরে তালাবন্দি। সেখানেও হাজির ছিলেন দলের প্রতিনিধিরা।

ধর্মঘটে অনড় কর্মীদের স্বস্তি

■ বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে গত ১৩ মার্চ সরকারি দপ্তরে যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তার জেরে কর্মীদের বেতন কাটা বা কর্মজীবনে ছেদ পড়ার যে মেঘ ঘনিয়েছিল, তাতে আপাতত ইতি টানল কলকাতা উচ্চ আদালত। নবান্নের জারি করা ‘ডাইস নন’ সংক্রান্ত কড়া নির্দেশিকার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ফলে আন্দোলনের দায়ে এখনই কোনো কর্মীকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে না। সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, বিশেষ কারণ ছাড়া ওই দিন অনুপস্থিত থাকলে বেতন তো কাটা যাবেই, এমনকী চাকরির শংসাপত্রেও সেই দিনটি ‘বিরতি’ হিসেবে গণ্য হবে। এই সিদ্ধান্তকে ‘প্রতিহিংসামূলক’ আখ্যা দিয়ে আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তাঁদের আইনজীবীদের সওয়াল ছিল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নিতে এমন বেআইনি ধমক দেওয়া চলে না। এদিন আদালতের নির্দেশের পর খুশির হাওয়া কর্মচারী মহলে। যৌথ মঞ্চের এক শীর্ষ নেতার কথায়, সরকার ভেবেছিল ভয়ের রাজনীতি করে আমাদের দমিয়ে দেবে, কিন্তু সত্যের জয় হয়েছে। অন্য এক কর্মীর প্রতিক্রিয়া, আদালত বুঝিয়ে দিল যে পেটে লাথি মেরে আন্দোলন থামানো যায় না।

ভোটের মুখে অন্ধকারে শতাধিক বুথ, প্রশ্নের মুখে পরিকাঠামো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোট দোরগোড়ায়। অথচ খাস কলকাতার শতাধিক ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুতের লেশমাত্র নেই। শুধু বন্দর এলাকাতেই অন্ধকারে ডুবে আছে পঞ্চাশটির বেশি বুথ। খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কথা, প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিং বাধ্যতামূলক। বিদ্যুৎ ছাড়া এই পরিষেবা সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে সংযোগ দিতে বলা হয়েছে। সংযোগ না হলে জেনারেটরের বন্দোবস্ত রাখতে হবে। ভোটের দিন জানালা-দরজা বন্ধ থাকায় আলো না থাকলে ভোটগ্রহণেই বিপত্তি বাধবে।

কমিশনের এক আধিকারিকের মন্তব্য, সমস্ত স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ সঠিক রাখার কাজ রাজ্য সরকারের। কিন্তু তারা পরিকাঠামো উন্নত করতে পারেনি। তাই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিদ্যুতের সঙ্গে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতেও বলা হয়েছে। ওই সমস্ত বুথে অস্থায়ী ভাবে বিদুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী জেনারেটর রাখা হবে। এই অবস্থায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, কথায় ১০০ শতাংশ কাজ, বাস্তবে অন্ধকার; এই কি তবে ‘এগিয়ে বাংলা’? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার সব কাজ সম্পূর্ণ বলে দাবি করেন। অথচ খাস কলকাতাতেই শতাধিক বুথে আলো নেই, জল নেই, শৌচালয় নেই। সূত্রের খবর, বেশির ভাগ বিদ্যুৎহীন ভোটকেন্দ্র পাওয়া গিয়েছে কলকাতা বন্দর এলাকায়। সেখানে ৫০টিরও বেশি বুথে বিদ্যুৎ নেই। এর আগে সেখানে কী ভাবে ভোট হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মতো জরুরি প্রক্রিয়ায় ওয়েব কাস্টিং কী করে হবে? আর কলকাতার এই ছবি হলে গ্রামের অবস্থা কী, সে প্রশ্নও ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে।

ভোটকর্মীদের সুরক্ষায় ২৫ দফা নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে প্রশাসনিক সতর্কতা আরও জোরদার করল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক কেন্দ্রে ভোটকর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই এবার প্রিসাইডিং অফিসার থেকে পোলিং কর্মীদের জন্য বিস্তারিত আচরণবিধি প্রকাশ করা হল। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, অপরিচিত কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করা চলবে না। এমনকি কোনও প্রকার প্রলোভন বা হুমকি এলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে। ভোটকর্মীদের একাংশের কথায়, আমাদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে, তাই এই নির্দেশ জরুরি ছিল।

বুথের ভিতরে মোবাইল ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। কেবলমাত্র প্রিসাইডিং অফিসারই তা রাখতে পারবেন। ভোটার বা এজেন্টদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এক আধিকারিকের কথায়, বুথের পরিবেশ নিরপেক্ষ রাখতে এই কড়াকড়ি অপরিহার্য।

এছাড়া বুথ ছেড়ে অযথা বাইরে যাওয়া, স্থানীয়দের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ বা বাইরে থেকে খাবার গ্রহণ; সব কিছুর উপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। সব মিলিয়ে, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনায় এবার আর কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন।

ভোটের মুখে ‘ভরসা কার্ড’ নিয়ে তরজা, কমিশনের দরজায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বাজারে মহিলা ভোট টানতে বিজেপির ‘মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড’ ঘিরে বাড়ল তাপ। তৃণমূলের অভিযোগ, জেলায় জেলায় ওই কার্ডের ফর্ম বিলি করছে বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল শাসক শিবির। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনের চিঠিতে দাবি, বিজেপির প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রকল্পের ফর্ম বিলি করা হচ্ছে, যা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যে সময়ে এবং যে ভাবে এই ফর্ম বিলি করা হচ্ছে, সেটা কোনও সাধারণ কর্মসূচি নয়। ভোটারদের প্রভাবিত করতে সুপরিকল্পিতভাবেই এই ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। বুধবার কলকাতায় কার্ডের উদ্বোধন করেন স্মৃতি ইরানি ও শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের দাবি, এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকলকে শোকজ করা হোক। ভোটের মুখে কর্মসূচি বন্ধের আর্জিও জানানো হয়েছে। বাগদা বিধানসভা এলাকায় ফর্ম বিক্রির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। আরও কয়েকটি কেন্দ্রেও ফর্ম বিলির অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। পাল্টা সুকান্ত মজুমদারের সাফাই, আমরা পার্টির তরফে ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছি যাতে ৪ মে-র পরে আমরা দ্রুত টাকা দিতে পারি। ফর্ম ফিলাপ করালে অসুবিধা কোথায়? তৃণমূল তো ২০২১ সালে লদীর ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলআপ করিয়েছিল।

এবার বিচারপতিদেরও বুথে পাঠান, কমিশনকে তোপ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার করায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কমিশনকে কটাক্ষ করে বলেন, আপনাদের বিজ্ঞপ্তি যা বলছে, তাতে আপনারা জজদের পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করুন। কোনও অসুবিধা নেই, আমাদের নিয়োগ করুন, আমরা পোলিং অফিসার হিসেবে বুথে ডিউটি করতে যাব। মামলাকারীদের বক্তব্য, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনই জানিয়েছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পোলিং অফিসার করা যাবে না। অথচ এখন সেই কাজেই তাঁদের ডাকা হয়েছে।

কমিশনের আইনজীবীর সাফাই, একেবারে ভোটের মুখে মামলা হয়েছে। এখন নতুন করে লোক নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভোট করানো সম্ভব নয়। ২৩টি জেলার ভোট প্রক্রিয়া তাহলে স্থগিত রাখতে হবে। বিচারপতি পাল্টা বলেন, এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। আপনারা নিজেদের যখন খুশি নিয়ম বদল করছেন। আর আপনাদের নিজেদের বক্তব্যই স্পষ্ট নয়। আদালতের নির্দেশ, শুক্রবার কমিশনকে এসে নিজেদের বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা দিতে হবে। না হলে রায় দেবে আদালত।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভাঙার অভিযোগ, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের দাবি, সরকারি দায়িত্বে থেকে নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ ব্যবহার করেছেন নির্মলা সীতারামন। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সরকারি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছে, যা নির্বাচনী বিধির পরিপন্থী। শীর্ষ নেতার স্বাক্ষরিত অভিযোগে আরও দাবি, হুগলির শ্রীরামপুর এলাকায় কর্মসূচির আড়ালে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বিলি করা হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, সরকারি সুবিধার সঙ্গে ভোটের সমর্থন জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা সরাসরি প্রভাব খাটানোর সামিল। এই ঘটনাকে তাঁরা ‘গুরুতর অনিয়ম’ বলে উল্লেখ করেছে। দলের তরফে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, দ্রুত কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অভিযোগে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।

উত্তরে বর্ষার দাপট, দক্ষিণে কালবৈশাখীর অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গ ভিজছে, দক্ষিণবঙ্গ পুড়ছে। নববর্ষের পরেও দুই বঙ্গের দুই ছবি। উত্তরের জেলাগুলিতে ঝড়জলের তাণ্ডব চলছে। আর দক্ষিণে গরমে নাজেহাল মানুষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। যদিও বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ভিজেছে শহরের বেশ কিছু অংশ। হাওয়া অফিসের খবর, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে বজ্র-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। বাকি জেলায় গতিবেগ থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। আকাশ আংশিক মেঘলা। তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে ৩৫ থেকে ২৭ ডিগ্রির মধ্যে। তবে স্বস্তি কতটা মিলবে, তা নিয়ে ধন্দ আছে। হাওয়া অফিসের ইঙ্গিত, কালবৈশাখীর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু অস্বস্তিকর গরমের অনুভূতি কমার কথা স্পষ্ট নয়। সপ্তাহ শেষে বৃষ্টি কমবে। সোম ও মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে শুকনো আবহাওয়া। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের মতো পশ্চিমের জেলায় আর্দ্র গরম বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের ছবি আলাদা। আগামী সাতদিনই বজ্র-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। উত্তরে প্রচারে বাধা, দক্ষিণে ভোটের মাঠে গলদঘর্ম। আপাতত আবহাওয়ার এই দ্বৈত ছবিই রাজ্যের সঙ্গী।

প্রচারাভিযানে মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে।

নির্বাচনী প্রচারে টালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

সেক্টর ফাইভে রাতের গতি কাড়ল নিয়ন্ত্রণ, ডিভাইডারে আছড়ে পড়ল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোরের নীরবতা ভাঙল বিকট শব্দে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশনের কাছে বেপরোয়া গতির ফলে উলটে গেল একটি গাড়ি। তথ্য প্রযুক্তি নগরী থেকে নিউ টাউনের পথে ছুটছিল সেটি। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ভোর পাঁচটা থেকে ৫টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। ধাক্কা লাগে একটি অ্যাপ ক্যাবেও। তারপর ফুটপাথে উঠে দুমড়ে যায় গাড়িটি। ভিতরে ছিলেন তিন যুবক ও এক তরুণী। রক্তাক্ত অবস্থায় চারজনকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দু’জন প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পান। চালক ও পাশের যাত্রী এখনও চিকিৎসাধীন। পুলিশের দাবি, গাড়ির ভিতরে থাকা যুবক-যুবতীরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। গাড়িটি আটক করেছে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা।

ভোটের মুখে নড়েচড়ে বসল লালবাজার, বকেয়া পরোয়ানা কার্যকরের কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে শহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সব থানাকে বকেয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দ্রুত কার্যকর করার স্পষ্ট নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বহু পরোয়ানা দিনের পর দিন ঝুলে আছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, যাঁদের নামে পরোয়ানা রয়েছে তাঁরা পলাতক অবস্থায় থেকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ভোট চলাকালীন অশান্তি ঠেকাতেই এই তৎপরতা। নির্দেশে বলা হয়েছে, যাঁদের নামে পরোয়ানা আছে তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সম্ভব না হলে কেন সম্ভব হয়নি এবং কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট লালবাজারে জমা দিতে হবে। জামিন অযোগ্য পরোয়ানার পাশাপাশি জামিনযোগ্য পরোয়ানার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ জানাতে হবে থানাগুলিকে। প্রতিটি থানাকে বকেয়া পরোয়ানার তালিকা তৈরি করে অভিযান চালাতে বলা হয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে তাঁদের অনেক সময় নির্বাচনী অশান্তি বা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হতে পারে, মত পুলিশের একাংশের। একইসঙ্গে পুলিশকর্মীদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনোরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না, বার্তা লালবাজারের। সমাজমাধ্যম ব্যবহারে আগের ১৫ দফা নির্দেশিকা মেনে চলার কথাও মনে করানো হয়েছে। নতুন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ দায়িত্ব নেওয়ার পরও সেই নিয়ম বহাল থাকছে। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত কর্মীদের জন্য কমিশন ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা রয়েছে, তাঁদের ১০ দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে। বিগত নির্বাচনের অমীমাংসিত অপরাধমূলক মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ভোটের সময় সমস্ত সরকারি কর্মচারী সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করবেন, ফলে যেকোনো গাফিলতিতে কমিশন সরাসরি বিভাগীয় বা আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত, এডিবির পূর্বাভাসে ইতিবাচক ইঙ্গিত

করোনা থেকে রুশ, ইউক্রেন যুদ্ধ হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত। এর জেরে অধিকাংশ দেশের অর্থনীতিই যেখানে বেসামাল, সেখানে আশা জাগাচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। যা হাজার ঝড়, ঝাঁপটাতেও টলেনি। এমনই মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় অর্থনীতি। এবার সেই ধারণাতেই সিলমোহর দিল এডিবি বা এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আগামী আর্থিক বছরে ভারতের বৃদ্ধির হার হতে চলেছে ৭.৩ শতাংশ। যা এই পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে গত আর্থিক বছরে দেশের বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ সহ বিভিন্ন বাহ্যিক প্রভাবে চলতি অর্থবর্ষে তা কিছুটা কমলেও ভারতের বৃদ্ধি কিন্তু যথেষ্ট শক্তপোক্তই থাকবে। এই বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার হতে চলেছে ৬.৯ শতাংশ। আগামী অর্থবর্ষে ফের তা বেড়ে হবে ৭.৩ শতাংশ। এর নেপথ্যে রয়েছে ঘরোয়া চাহিদা বৃদ্ধি, বাহ্যিক প্রভাব কমে আসা ও ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক হ্রাস। সম্প্রতি এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি। এর আগে আরবিআই ৬.৬ শতাংশ, বিশ্বব্যাঙ্ক ৬.১ শতাংশ এবং ওইসিডি ৬ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই তুলনায় এবিডি-র ৬.৯ শতাংশের পূর্বাভাস ভারতের জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত। ছাব্বিশের এপ্রিলে ব্যাঙ্কের আউটলুক রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে ভারতের অর্থনীতিতে বিভিন্নভাবে তার প্রভাব পড়তে পারে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, বাণিজ্যে বিঘ্ন, বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস ইত্যাদি। মুদ্রাস্ফীতির হার গত বছরের তুলনায় (২.১ শতাংশ) দ্বিগুণ বেড়ে হতে পারে ৪.৫ শতাংশ। এর কারণ হতে পারে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধি, দুর্বল টাকা ও সোনা, রূপোর মতো দামি ধাতুগুলির দামবৃদ্ধি। তবে আগামী অর্থবর্ষ বা ২০২৭-২৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কিছুটা কমে ৪ শতাংশের আশেপাশে আসতে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টরগুলি শিথিল হওয়ায় আগামী বছর জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের দাম ফের নিম্নমুখী হতে পারে। সবমিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির জন্য ভালো বার্তাই রয়েছে।

‘রাষ্ট্রের নবজাগরণ একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণতন্ত্রের এক নিবিড় পাঠ’

সুদীপ ঘোষ

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতীয় গণতন্ত্রের যে প্রবহমান রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তাকে নিছক রাজনৈতিক পালাবদল বা দৈনন্দিন ঘটনাপুঞ্জের সমীকরণ দিয়ে বিচার করা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমকালীন ভারতের এই যাত্রাপথকে বুঝতে গেলে আমাদের প্রয়োজন এক গভীর, নির্যাসনির্ভর রাষ্ট্রদর্শনের;যেখানে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূ-অর্থনীতি এবং নৈতিকতার ধারাগুলি এসে একটি মোহনায় মিলিত হয়। এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কেবল চিরাচরিত প্রশাসনিক রুটিন-কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং, এটি এক বৃহত্তর, সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের প্রকল্প। এই প্রকল্পে ভারতীয় রাষ্ট্র যেন নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করছে;হয়ে উঠছে এক অতি-সক্রিয়, সক্ষম, আত্মবিশ্বাসী এবং লক্ষ্যনির্দিষ্ট সত্তা। রুশো তাঁর যুগান্তকারী ক্ষসামাজিক চুক্তিক্ষ তত্ত্বে মূলত শাসক এবং শাসিতের মধ্যেকার এক অলিখিত অথচ সুদৃঢ় নৈতিক সমঝোতার কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় রাষ্ট্র এই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলেও, তার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই ছিল কাগুজে এবং আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের ফাঁসে আবদ্ধ। বর্তমান সময়ে আমরা এই সমঝোতার এক অভাবনীয় আধুনিক এবং বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ;বিশেষ করে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর, সর্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (জন ধন, আধার এবং মোবাইলের ত্রয়ী সমন্বয়), এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো নির্ভর সুশাসন;রুশোর সেই ধ্রুপদী ধারণাকেই প্রযুক্তির মোড়কে জীবন্ত করে তুলেছে। নাগরিক আজ আর রাষ্ট্রের দয়ার ভিখারি নয়; সে সরাসরি এবং স্বচ্ছভাবে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার যে ধারণা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, বর্তমান ভারতের প্রেক্ষাপটে তার চেয়ে প্রাসঙ্গিক আর কিছুই হতে পারে না। ফুকুয়ামার মতে, একটি রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী ও সার্থক বলে বিবেচিত হয়, যখন তার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার গোলকধাঁধায় পথ না হারিয়ে বাস্তবে, একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে কার্যকরী হয়। বহু দশক ধরে ভারতীয় প্রশাসনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এই পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়ার শ্লথতা। বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সেই অচলায়তন ভাঙার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। আধার-সংযুক্ত কল্যাণমূলক ভাতা প্রদান, একীভূত ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা, এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণের মতো পদক্ষেপগুলি কেবল কিছু প্রযুক্তিগত চমক নয়। এগুলি রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মাঝখানে থাকা মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করে শাসনব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করার এক গভীর ও সফল প্রয়াস।

গণতান্ত্রিক পরিসরে সমালোচনার একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং বড় ক্ষেত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ বা সংখ্যাধিক্যের আধিপত্যের অভিযোগ। বর্তমান সরকারের সমালোচকরাও এই দিকটিতে প্রায়শই আঙুল তোলেন।স্টুয়ার্ট মিল যে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন; সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন যেন কোনোভাবেই সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ বা বঞ্চনার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়;ভারতের সুদৃঢ় সাংবিধানিক কাঠামো আজও সেই ভারসাম্য রক্ষায় অবিচল রয়েছে। এই অভিযোগের সবচেয়ে বড় এবং বাস্তবসম্মত জবাব লুকিয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নের পরিসংখ্যানে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ছাদ, উজ্জ্বলা যোজনায় রান্নার গ্যাস, আয়ুষ্মান ভারতে স্বাস্থ্যবিমা কিংবা বিনামূল্যে রেশন প্রদান;এই প্রতিটি প্রকল্পই ধর্ম, বর্ণ, জাত বা ভাষার কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই একেবারে নিচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বৈষম্যহীন এই কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই বর্তমান রাষ্ট্রের প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সামর্থ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রকৃত উন্নয়ন মানে কেবল দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নয়; বরং মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং সুযোগ সৃষ্টি করা। এই দৃষ্টিতে বর্তমান নীতিনির্ধারণকে বিচার করলে দেখা যায়, সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির ওপর এক অভূতপূর্ব জোর দিয়েছে। বিশেষ করে কোভিড মহামারির মতো এক শতাব্দীর ভয়াবহতম সংকটের সময় ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল দেখার মতো। বিশ্বের বৃহত্তম বিনামূল্যে টিকাকরণ কর্মসূচি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে (কো-উইন ব্যবস্থার মাধ্যমে) পরিচালনা করা এবং দেশের আশি কোটি মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা;রাষ্ট্রের সাংগঠনিক দক্ষতা, সরবরাহ-শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা এবং মানবিক দায়বদ্ধতার এক বিরল, অবিস্মরণীয় উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।তবে, গণতন্ত্র কোনো স্থির বা নিখুঁত ব্যবস্থা নয়; এটি একটি প্রবহমান পরীক্ষা। জার্মান দার্শনিক ইয়ুর্গেন হাবারমাস গণতন্ত্রকে এক আলোচনামূলক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে মতবিরোধ, বিতর্ক এবং সমালোচনা গণতন্ত্রকে দুর্বল নয়, বরং প্রাণবন্ত করে তোলে। ভারতীয় সমাজে এবং রাজনীতিতে বর্তমানে যে তীব্র মেরুকরণ এবং বাদানুবাদ দেখা যায়, তা অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে উদ্বেগজনক মনে হলেও, বস্তুতপক্ষে সেটি গণতন্ত্রের অন্তর্গত গতিশীলতারই এক অনিবার্য প্রকাশ। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত রাজনৈতিক এবং আদর্শগত বিতর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করলেও, তা ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরকে কোনোভাবেই সংকুচিত করেনি; বরং সমাজমাধ্যম এবং জনপরিসরে এই বিতর্ক নাগরিক সমাজকে আরও বেশি মাত্রায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটনের তত্ত্ব অনুযায়ী, যে কোনো উন্নয়নশীল সমাজের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দ্রুত পরিবর্তনের যুগে রাজনৈতিক এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ভারত বর্তমানে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমগ্র বিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একদিকে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অন্যদিকে সুদৃঢ় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা;এই দুইয়ের এমন যুগলবন্দি স্বাধীন ভারতে আগে খুব কমই দেখা গেছে। সারা দেশে জাতীয় সড়কের জালের মতো বিস্তার, রেলওয়ে ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ (বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো উদ্যোগ), বিমানবন্দর এবং জলপথের সম্প্রসারণ;এসব কেবল নিছক কিছু উন্নয়নের পরিসংখ্যান নয়। এগুলি হলো একটি উদীয়মান বিশ্বশক্তির দীর্ঘমেয়াদি, সুচিন্তিত এবং সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার চাক্ষুষ বহিঃপ্রকাশ।

আভ্যন্তরীণ নীতির পাশাপাশি, পররাষ্ট্রনীতিতেও ভারতের অবস্থান আজ এক নতুন, ঈর্ষণীয় উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। বহুপাক্ষিকতা এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন;এই দুইয়ের এক অসাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়ে ভারত আজ বিশ্ব রাজনীতিতে একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের মতো চরম সংবেদনশীল মুহূর্তেও দেশীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া, কিংবা জি-২০ গোষ্ঠীর সফল সভাপতিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান; এসবই ভারতের পরিণত কূটনীতির পরিচায়ক। দার্শনিক হান্না আরেন্ট যে সম্মিলিত ক্ষমতার কথা বলেছেন, তা আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দৃঢ় উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গেও ভারতীয় অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা রেনেসাঁস-উদ্ভূত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ এবং কঠোর বিচ্ছেদ। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সর্বধর্মসমভাব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজীব ভর্গবের ভাষায় এটি হলো নীতিগত দূরত্ব;যেখানে রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না, কিন্তু প্রয়োজনে সব ধর্মের মঙ্গলের জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে যেমন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাগত গর্বকে পুনরুদ্ধার ও উদযাপন করছে, ঠিক তেমনই প্রশাসনিক স্তরে সম্পূর্ণ বৈষম্যহীন আধুনিক নীতির প্রয়োগ করে চলেছে। এই জটিল এবং সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করার প্রচেষ্টাই এক নতুন ভারতের আত্মপরিচয় নির্মাণ করছে।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও এই সরকারের পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত সাহসী এবং দীর্ঘমেয়াদি। পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করা, দেউলিয়া বিধি প্রণয়ন বা ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারের মতো কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে সাময়িক মতভেদ বা অসুবিধা থাকলেও, এগুলি ভারতীয় অর্থনীতির ভিতকে আধুনিক, স্বচ্ছ এবং নিয়মানুবর্তী করার এক অদম্য প্রচেষ্টা। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুম্পিটার তাঁর তত্ত্বে যে সৃজনশীল ধ্বংস-এর কথা বলেছিলেন;অর্থাৎ পুরনো, অকার্যকর বা অস্বচ্ছ কাঠামো ভেঙে নতুন, যুগোপযোগী ব্যবস্থা নির্মাণ;ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক যাত্রাপথে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। অর্থনীতি ক্রমশ অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে পা বাড়িয়েছে।

সবশেষে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল-এর বহুকেন্দ্রিক গণতন্ত্র ধারণা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি সুস্থ গণতন্ত্র কখনও কোনো একক ব্যক্তি বা শক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে পারে না; বরং এটি বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, আইনসভা এবং প্রচারমাধ্যমের মতো বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ভারতীয় গণতন্ত্রে সেই বহুকেন্দ্রিকতা আজও সম্পূর্ণ রূপে জীবন্ত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে, এবং প্রয়োজনে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এই সুবিশাল এবং বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে কেবল কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বা একমাত্রিক বিচারবোধ দিয়ে মাপলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। এটি এক চলমান, ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে ভারতীয় রাষ্ট্র নিজেকে প্রতিনিয়ত সংস্কার, সংশোধন এবং শক্তিশালী করে তুলছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নীতিগত স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জাতীয় ঐক্যের যে এক সমন্বিত, আত্মবিশ্বাসী রূপ আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, তা কোনো আকস্মিক ঘটনাচক্র নয়; বরং এটি এক অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, আধুনিক এবং সক্ষম রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল।

অতএব, বলা যায়, ভারতীয় গণতন্ত্র আজ আর কেবল সাংবিধানিক বইয়ের পাতায় আটকে থাকা কোনো শুষ্ক রাজনৈতিক কাঠামো নয়; এটি একটি স্পন্দিত, জীবন্ত, পরিবর্তনশীল এবং আত্মসংশোধনক্ষম সত্তা। আর এই ঐতিহাসিক নবজাগরণের পথে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিনির্ধারণী ভূমিকা এক অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ইতিবাচক চালিকাশক্তি হিসেবেই আগামীর ইতিহাসে মূল্যায়িত হবে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১২ এপ্রিল ২০২৬ রবিবার দুপুরবেলা সমগ্র দুনিয়ার সংগীত প্রেমীদের কাছে হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই ভেসে এলো খবরটা, আবারও ঘটে গেল সংগীতের জগতের একটি জাদুযুগের সমাপন - থেমে যাওয়া এই সুরের মূর্ছনার নাম আশাজী অর্থাৎ ভারতবর্ষের কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী আশা ভোঁসলে। ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ শনিবার ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে হঠাৎই শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন ৯২ বছর বয়সের এই কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী। দ্রুততার সঙ্গেই তাকে ভর্তি করানো হয় মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানান খুবই সংকটজনক অবস্থায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং বুকে সংক্রমণ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তারপর আরও একটি সম্পূর্ণ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই ১২ই এপ্রিল রবিবার দুপুরেই ঘটে গেল নক্ষত্র পতন। সমগ্র বিশ্বের সাথে দেশের মানুষও অবগত হলেন, তাদের আশা আর নেই - তাদের ভালোবাসাও আর নেই। সংগীতের এই সম্রাজ্ঞী আজ বহুদূরে, মুছে গেছেন মরণে, কিন্তু তবুও তিনি আছেন। তার কলা, তার গায়কী, তার সঙ্গীত, তার সৃষ্টি তাকে অমর করে রেখেছে আমাদের মধ্যে। তিনি চিরতরে রয়ে গেছেন আমাদের ব্যথা ভরা শ্রদ্ধার স্মরণে। সালটা ছিল ১৯৩৩, মহারাষ্ট্র রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত সাংলি জেলার একটি মারাঠি পরিবারে ৮ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন আশা মঙ্গেশকর। পিতা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন একজন শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী। মায়ের নাম ছিল শেবন্তী মঙ্গেশকর। সংসারে তাঁরা ছিলেন চার বোন এবং এক ভাই (লতা, মীনা, আশা, ঊষা এবং হৃদয়নাথ)। বড়দিদি লতা মঙ্গেশকরের মতো আশাজীও তাঁদের পিতা দীননাথ মঙ্গেশকরের থেকে শৈশবেই শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার তালিম নিয়েছিলেন। আশাজীর বয়স তখন মাত্র ৯ বছর, পিতা দীননাথ মঙ্গেশকর মারা যান। পুরো পরিবারের সাথে তিনি পুনে হয়ে কোলহাপুর এবং তারপর মুম্বাইতে চলে আসেন। তাঁদের পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অভাব অনটনে চলতে থাকা সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হন তিনি এবং তাঁর দিদি লতা মঙ্গেশকর। তখন পেশা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কাছে একমাত্র অবলম্বন ছিল তাঁদের পিতার থেকে তালিম নেওয়া সংগীত। সেই সূত্রেই চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করা বা গান গাওয়াকেই তাঁরা বেছে নেন পেশা হিসেবে। যে বয়সে সাধারণত শিশুদের একমাত্র কাজ পড়াশোনা এবং খেলাধুলো করা, সেই শৈশবে মাত্র ১০ বছর বয়সেই আশাজী তাঁদের অভাবী সংসারের হাল ধরতে, ১৯৪৩ সালে প্রথম প্লেব্যাক করেন মারাঠি ছবি ‘মাঝা বালা’তে ‘চলা চলা নাও বালা’ গানটি গেয়ে। সংগীত জীবনে সেই যে পথচলা শুরু, তারপর আর কোনদিনই থামবার অবকাশ পাননি এই কিংবদন্তি। ১৯৪৮ সালে প্রথম হিন্দি ছবি ‘চুনারিয়া’তে প্লে ব্যাক করেন ‘সাওয়ান আয়া’ গানটিতে কণ্ঠ দিয়ে। ১৯৪৯ সালে তিনি হিন্দি ছায়াছবি ‘রাত কি রানী’তে প্রথম একক নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। ধীরে ধীরে নাম, যশ, খ্যাতি সবই পেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিধাতা তার জন্য অন্য কিছু ভেবে রেখেছিলেন, মাত্র ১৬ বছর বয়সে আশাজী তাঁর পরিবারের অমতে ৩১ বছর বয়সি গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালে এই বিবাহ সম্পন্ন হলেও বিবাহিত জীবন সুখী হয়নি আশাজীর, ১৯৬০ সালেই একটি সন্তান গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় অন্য দুই সন্তানের হাত ধরে স্বামীর ঘর থেকে পিত্রালয়ে ফিরে আসেন আশা ভোঁসলে। ছবিতে প্লেব্যাক করে অর্থ উপার্জন করে, তাঁর তিন সন্তানের লালন-পালনে ব্রতী থাকেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। তাঁর দুই পুত্র সন্তানের নাম হেমন্ত ভোঁসলে ও আনন্দ ভোঁসলে এবং কন্যা সন্তানের নাম বর্ষা ভোঁসলে। পরবর্তীকালে ২০১২ সালের ৮ই অক্টোবর আশাকন্যা বর্ষা ভোঁসলে আত্মহত্যা করেন। সেই যুগে প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক ওপি নায়ার এর সংগীত পরিচালনায় একের পর এক সুপারহিট হিন্দি গান তিনি উপহার দিতে থাকেন। প্লে ব্যাক জগতে তাঁর সম্মুখে তখন শুধুমাত্র একজনই ছিলেন, তাঁরই বড় দিদি লতা মঙ্গেশকর। সংগীত পরিচালক লক্ষীকান্ত-পেয়ারেলাল এবং আরো কিছু প্রথম সারির সুরকার যেমন লতাজীকে প্রাধান্য দিতেন, তেমনি ওপি নায়ার, আর ডি বর্মন, কল্যাণজী-আনন্দজী এবং আরো অনেক সুরকারের প্রথম পছন্দ ছিল আশাজীর কণ্ঠ। সংগীত জগতের প্রায় আটটি দশক ধরে বাংলা এবং হিন্দি বাদে প্রায় কুড়িটি ভাষায় মোট ১২ হাজারেরও বেশি গানে তাঁর ভুবন মোহিনী কণ্ঠ এবং অসাধারণ গায়কীর মাধ্যমে শ্রোতা বন্ধুদের অন্তরের অন্তস্থলে স্থান করে নিয়েছিলেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। ২০১১ সালে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড তাঁকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান রেকর্ডকারী শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, ক্যাবারে,পপ, ডিস্কো, লাস্যময়ী কণ্ঠের আধুনিক গান, দুঃখের গান, ভক্তিগীতি, ভাটিয়ালি কোন কিছুতেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর অসাধারণ কণ্ঠের জাদুতে সম্মোহিত করে রাখতেন শ্রোতা বন্ধুদের। আট থেকে আশি সকল বয়সের শ্রোতাদের কাছে আশাজীর কণ্ঠ ছিল অনন্য এবং অসাধারণ। দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন প্রজন্মের কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে তাদের প্রিয় আশাজীর নস্টালজিক কালজয়ী গানগুলি। প্রখ্যাত সুরকার এবং গায়ক রাহুল দেব বর্মন এর সাথে তাঁর জুটিতে অসাধারণ সব গান আজীবন সংগীত জগতের সম্পদ হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৮০ সালে তিনি পুনরায় রাহুল দেব বর্মন এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৪ সালে রাহুল দেব বর্মনের জীবনাবসান ঘটে। ওপি নায়ার, রভি, শচীন দেব বর্মন, রাহুল দেব বর্মন, কল্যানজী-আনন্দজী, এ আর রহমান, শংকর-জয়কিষান, অনু মালিক এবং আরো বহু খ্যাতনামা সংগীত পরিচালক এবং সুরকারের সঙ্গে করা তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি, তাঁর সংগীতের বর্ণাঢ্য যাত্রাপথের অমর সম্পদ হয়ে থাকবে। সংগীত জগতে তাঁর এই সম্রাজ্ঞির মত বিচরণের পথ ছিল বহু সম্মাননা, স্বীকৃতি এবং পুরস্কারে ভূষিত। শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসাবে মোট সাতটি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড এ তিনি ভূষিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে নতুন গায়ক গায়িকাদের উঠে আসার জন্য নতুন করে আর ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ না করার ঘোষণা করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসেবে দুটি ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড এর সম্মানেও তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ২০০০ সালে তিনি দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ২০০৮ সালে পদ্ম বিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও বিদেশে এবং ভারতের বহু রাজ্য থেকে তিনি তাঁর সঙ্গীতের জন্য বহু সম্মাননা বহু পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ২০১৩ সালে আশা ভোঁসলে ‘মাই’(মা) নামের একটি চলচ্চিত্রে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সংগীতের পাশাপাশি তাঁর আরও একটি মন থেকে ভালো লাগার কাজ ছিল-রান্না করা। কোনো এক সময়কার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, যদি তিনি সংগীতের জগতে গায়িকা হিসাবে না আসতেন, তাহলে একজন কুক হিসাবে রান্নার কাজকেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন।

পরবর্তী জীবনে ‘আশা’স নামে তিনি দেশে এবং বিদেশে রেস্তোরাঁ ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সরাসরি এই রেস্তোরাঁর ব্যবসা দেখাশোনা না করে, ওয়াফি নামে একটি গ্রুপকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আগামী দিনে হয়তো আরো বহু গুনী এবং প্রতিভাময় গায়িকা সংগীতের জগতে পদার্পণ করবেন বা ইতিমধ্যেই করেছেন কিন্তু আশা ভোঁসলে তার অনন্যতা, গায়কী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য সংগীতের জগতে ধ্রুবতারা হয়ে থেকে যাবেন।

শব্দছক ১৩৩

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অভিসম্পাত ৪. গঙ্গার অষ্টপুত্র ৬. যে হিসাবের বিনিময়ে অর্থ ঢোকানো হয় ৭. দাঁত ৯. গচ্ছিত ১০. পুজা ১১. কোনো গুণী ব্যক্তির মতাদর্শ ১২. বাকপটু ব্যক্তি ১৪. আদিহীন ১৫. হিন্দীতে ছোলা ১৬. ঝুলনযাত্রা ১৭. মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র ১৮. তির ১৯. তাপকে অন্ত করে যা

ওপর-নিচ: ১. ক্রমাগত ২. আদিবাসী উপজাতি ৩. প্রমাদ-এর কাব্যরূপ ৫. যে নারী সুন্দর মনের অধিকারী ৮. নতুন সত্তা গজিয়েছে যার ৯. কৈফিয়ৎ ১২. বেশী কথা বলে যে তার প্রকৃতি ১৩. তেঁতুল ১৪. সারহীন ১৭. মনের আরাম

সমাধান ১৩২ — পাশাপাশি: ১. চন্দ্রকান্ত ৩. অধম ৫. পদ্য ৬. গলনাঙ্ক ৯. চাঙ্গা ১০. প্রত্যয় ১১. বিকল ১৩. সাপ ১৪. বদমাশ ১৮. রীতি ১৯. প্রকৃত ২০. পাঁচিল

ওপর-নিচ: ১. চর্বি ২. কাহিল ৩. অদ্য ৪. মতি ৫. পঙ্ক ৬. গঙ্গা ৭. নাবিক ৮. সত্যভামা ৯. চাল ১১. বিপরীত ১২. লব ১৫. দধীচি ১৬. শক্ত ১৭. বিপ্র

আজকের দিন

- ১৭৯০ — আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়ায় পরলোকগমন করেন।
- ১৯৬৪ — ফোর্ড মোটর কোম্পানি নিউ ইয়র্ক বিশ্ব মেলায় তাদের আইকনিক মাস্টাং গাড়িটি উপস্থাপন করে।
- ২০১১ — গেম অফ থ্রোনস টিভি সিরিজটি এইচবিও-তে প্রথম প্রচারিত হয়।

জন্মদিন

১৯২৭ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের জন্মদিন।*

১৯৬১ *বিশিষ্ট বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় গীত শেঠির জন্মদিন।*

১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীনেশ মোঙ্গিয়ার জন্মদিন।*

চন্দ্রশেখর

চর্চাবাসর ১২৮

বাংলা শব্দ সংবিধান (Sangbidhan)সংস্কৃত (তৎসম শব্দ) থেকে আগত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঋণকৃত শব্দ, যা সংস্কৃত শব্দ সংবিধান (saṃvidhāna) থেকে উদ্ভূত। **মূল গঠন:** শব্দটি ‘সম’ (সং) উপসর্গ, যার অর্থ ‘একসাথে’ বা ‘যথাযথভাবে’, এবং ‘বিধান’ (বিধান) মূল, যার অর্থ ‘নিয়ম’, ‘বিধি’, ‘ব্যবস্থা’ বা ‘আইন’, এর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নির্বাচন তালিকায় নাম 'ডিলিট', জেলাশাসকের কাছে সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন মধ্যমগ্রামে

সুমন তালুকদার

বারাসাত: বাবা ও মায়ের নাম ২০০২ সালের তালিকায় ছিল। বর্তমান তালিকাতেও আছে। অথচ সমস্ত তথ্য থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে নাম 'ডিলিট' ছেলের। নিরুপায় হয়ে অসুস্থ বাবা, মা, স্ত্রী ও নাবালক ছেলেকে নিয়ে স্বপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জেলা শাসকের কাছে। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কোড়া বাবুপাড়ার বাসিন্দা বছর ৪৩-এর সুমিতাভ মুখার্জি তাঁর স্বপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেন। সুমিতাভ মুখার্জির দাবি, তাঁর বাবা প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্মী স্বপন মুখার্জি (৮০) এবং মা শাশ্বতী মুখার্জি (৬৭) এই দু'জনের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল। বর্তমানেও তাঁদের নাম নির্বাচন কমিশনের তালিকাতে আছে। ২০০২ সালে সুমিতাভ এপিক কার্ড পান। পরবর্তীতে সবকটি নির্বাচনেই তিনি ভোট দিয়েছিলেন। এসআইআরের সময় সমস্ত তথ্য দিয়ে তিনি আবেদন করেন। পরবর্তীতে খসড়া তালিকাতেও তাঁর নাম ছিল। কিন্তু ২৮ মার্চ যে তালিকা প্রকাশিত হয়, সেখানে তিনি দেখেন তাঁর নাম 'ডিলিট' হয়ে গেছে। অথচ তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী মালা মুখার্জির নাম তালিকায় আছে। স্ত্রীর নামের পাশে রিলেশানের জায়গাতেও তাঁর নাম আছে। অথচ মূল তালিকা থেকে তাঁর নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি করেও, কোনও সুরাহা না হওয়াতে অবশেষে তাঁরা এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেন বলেই দাবি করেন। সুমিতাভ বলেন, 'আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হলে আমার গোট পরিবার শেষ হয়ে যাবে। আমি নিজে সারভাইকাল সমস্যায় ভুগছি। গাড়ি চালিয়ে সংসার চালাই। আমার মা অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে তিনি আসুস্থ। বাবাও বয়সজনিত কারণে অসুস্থ। একটি ১৪ বছরের ছোট ছেলে আছে। আমি জানি না আগামীদিনে কী হবে। আমাকে ডিটেনশান ক্যাম্পে পাঠালে গোটা পারিবার সমস্যায় পড়বে। আমি ও আমরা দিশাহীন, আতঙ্কিত তাই স্বপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেছি।' তিনি আরও দাবি করেন, 'প্রতিবেশী সুপ্রিতী বিশ্বাস, আদপে তিনি বাংলাদেশি, তিনি আমার নাম ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। সুপ্রিতী বিশ্বাসের নামের রিলেশানের জায়গায় অন্যান্য বলে আমার নাম দেখ ানো আছে। যা আদপে অস্বাভাবিক। রিলেশানের জায়গায় এভাবে কিছু হতে পারে আমরা কোনও দিন ভাবতে পারছি না। নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে যা করছে তা অন্যায়। বৈধ নাগরিকদের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আমি একজন বৈধ নাগরিক ও সমস্ত নথি থাকা সত্ত্বেও যদি ভোট দিতে না পারি, তবে কি দেশে গণতন্ত্র রক্ষা পাচ্ছে?' প্রশ্ন তোলেন সুমিতাভ মুখার্জি। তিনি আরও বলেন, 'এর দায় কে নেবে। আধিকারিকেরা বলছেন, ভোটের পর নাম উঠে যাবে।' আমার প্রশ্ন আগামী ২০ বছর পরে আবার যখন এসআইআর হবে তখন যে আমার সমস্যা হবে না সেই দায়িত্ব কে নেবে? জেলাশাসক বা বিচারপতিরা লিখে দিক কোন সমস্যা হবে না।' কিন্তু তার এই আবেদনের কোনও উত্তর তিনি পাননি বলেই সুমিতাভ দাবি করেছেন। তাঁর মতে, 'এসআইআরের নামে টাকার খেলা চলছে। অবৈধদের নাম উঠে যাচ্ছে আর বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। এটা নাকি এসআইআর? মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সব কাজ ছেড়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। মানুষ কাগজ নিয়ে আধিকারিকদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে অথচ কেউ কোন দিশা দেখাতে পাচ্ছে না। আমরা হতাস, সমস্যার সমাধান না হলে আমরা বাধ্য হব স্বপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর।'

দুর্গাপুরে তৃণমূলের বালি পাচার নিয়ে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের জনসভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, 'হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করছে ওরা। নদীর পাড় যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনি নদী শেষ করে দিয়েছে ওরা। একটা ঘাট যদি বৈধ হয়, তাহলে ১০০টা ঘর অবৈধ। আর সেই ঘাটগুলি চালাচ্ছে মাফিয়াদের সঙ্গে তৃণমূলের নেতারা। বৃহস্পতিবার জনসভাটি হয় দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ফুলঝোড় মোড়ে। এদিন উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘড়ুইও। নন্দীগ্রামে আইএসএফ প্রার্থীর সঙ্গে তৃণমূল নেতার ভিডিও ভাইরাল নিয়েও শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল সবাইকে কিনে নিতে চাইছে। তৃণমূল নির্বাচনে হারবে, তাই অবৈধ উপায় নেওয়ার চেষ্টা করছে। দুর্গাপুরে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা বেকার। আমরা এলে কর্মসংস্থান পাবে তাঁরা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ করছে।'

'নারী সুরক্ষার প্রশ্নে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনুন', পুরুলিয়ার প্রচার সভা থেকে আহ্বান শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাংলা থেকে 'ধর্ষণ' শব্দটি তুলে দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার মানবাজারের দলীয় প্রার্থী ময়না মুর্মুর সমর্থনে পাথরকাটা ময়দানের জনসভা থেকে একথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও বলেন, 'নারী সুরক্ষার প্রশ্নে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনুন। ধর্ষণ নামক শব্দটাই বাংলা থেকে তুলে দেব।' একই সঙ্গে রাজ্যে পালাবদল হলে ছয় মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবে বলেও সভায় জানিয়েছেন বিধানসভার বিদায়ী বিরোধী দলনেতা।

কয়লা কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ তুলে এদিনের সভা থেকে ফের তৃণমূলকে নিশানা করেন শুভেন্দু। এদিন তাঁর নিশানায় ছিলেন তৃণমূলের তিন প্রার্থী সুশান্ত মাহাতো, শান্তিরাম মাহাতো ও সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুর দাবি, 'লালার ডায়েরিতে সুশান্ত মাহাতোর নাম আছে। মাসে রেট ১৫ লক্ষ। শান্তিরাম মাহাতোর মাসে রেট ৭ লক্ষ। কয়লা পাচারের মামলায় যে ডায়েরি ইডি-সিবিআই দিল্লির কোর্টে জমা দিয়েছে তাতেই এতথ্য রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'সুজয়বাবুর নামও আছে।' জঙ্গলমহলের জেলা পুরুলিয়ায় এসে এদিন কাঠ চুরি নিয়েও সরব হয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'আমি নতুন লোক নই। ২০০৮-০৯ থেকে আসছি। বলরামপুর থেকে কাশীপুর, বান্দোয়ান এই জেলার এমন জায়গা নেই যেখানে আমি পাঁচবার আসিনি। অযোধ্যা পাহাড়েও এসেছি। হেলিকপ্টার থেকে দেখছিলাম কাঠ চুরি হচ্ছে কিভাবে! জঙ্গল ফাঁকা করে দিয়েছে। ছোট ছোট পাহাড়-টিলা মাফিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছে।' প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে বলরামপুরের ঘাটবেড়া এলাকায় স্থানীয় বন বিভাগের একটি দেওয়ালে সিপিআই মাওবাদী নামাঙ্কিত এই দাবি

সম্বলিত লাল কালিতে হাতে লেখা পোস্টার দেখা গিয়েছিল। সেই পোস্টারেও জঙ্গল থেকে কাঠ পাচার হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, পোস্টারের সেই দাবি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্তও শুরু করেছে বন দপ্তর। শুভেন্দুর কথায়, 'নদীগুলোর অবস্থা দেখলে চোখে জল আসে। নদীগুলোর অস্তিত্বই বিপন্ন। একটি ঘাটের বৈধ অনুমতি থাকলে ১০টি ঘাট থেকে বালি তোলা হচ্ছে।' সুখা পুরুলিয়ায় এসে পানীয় জলের বিষয়টি নিজের বক্তব্যে এনে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, '২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার মানুষের কাছে জল পৌঁছে দেবেন। ২০১৪-তেও বলেছিলেন জল খাওয়াবেন। উনি একটাও সত্যি কথা বলেন না।' তাঁদের সরকার এলে চাষিরা মাঠেই ধান বিক্রি করতে পারবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'মাঠ থেকে ধান কেনা হবে। মাঝখানে কেউ থাকবে না।' পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা, 'যেকোন গ্রামে গেলেই দেখা যাবে অন্তত ১০০ ছেলে কাজের জন্য ভিন রাজ্যে গিয়েছে। অথচ একটা সময় ছিল অবিভক্ত বিহার, ওড়িশা থেকে লোক কাজের খোঁজে বাংলায় আসত। বাম আমলের ৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আজ ১ কোটিতে ঠেকেছে।

রাজ্যে পালাবদল হলে ৫ বছরে ১ কোটি কর্মসংস্থান, চাকরির আবেদনের বয়স আরও ৫ বছর বাড়ানো, সহ বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে তফশিলি, বার্ধক্য ভাতা-সহ মানুষজন যে সমস্ত ভাতা পাচ্ছেন সেই ভাতার অঙ্ক দ্বিগুণ করারও প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছে শুভেন্দু গলায়। ছুঁয়েছেন কুড়মি আবেগও। নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন কুড়মিদের দাবি নিয়ে। আবার আদিবাসীদেরও বললেন পথ অবরোধ করো। ফের চিঠি দিলেন। কেন্দ্র জখম ফারদার কমেন্ট জাস্টিফিকেশন রিপোর্ট চাইল হাত তুলে দিলেন। তাঁর দাবি, 'কুড়মিদের ভুল বুঝিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তৃণমূল সরকার। আজ রাজবংশী নেতা বংশীবদন বর্মন, অনন্ত মহারাজ এবং জঙ্গলমহলের কুড়মি নেতা অজিত মাহাতো সবাই ঐক্যবদ্ধ। পরিবর্তন চাইছেন।' এদিন তৃণমূলের বিদায়ী মন্ত্রিসভার সদস্য সন্ধ্যারানি টুডুকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। মানবাজারের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে নিজের হোম কোটার নিয়োগ নিয়ে সন্ধ্যারানির বিরুদ্ধে স্বজন পোষণের অভিযোগে সরব হয়েছেন শুভেন্দু।

কোন্নগরে পলিটিক্যাল টুইস্ট, তৃণমূল ছেড়ে সদলবলে বিজেপিতে যোগ আচ্ছালালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কোন্নগরের কানাইপুরের প্রাক্তন হেভিওয়েট তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছালাল যাদব বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। এদিন তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে বিজেপি নেতা সুনীল বংশলের ও শশী অগ্নিহোত্রীর হাত থেকে বিজেপির পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। এদিন এই উপলক্ষে কোন্নগরে শাস্ত্রী নগরের আচ্ছালাল যাদবের অফিসে সমর্থকদের ভিড় দেখা যায়, কিছু প্রবীণ মহিলারা এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। এলাকা জুড়ে সমর্থকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিজেপি নেতা আচ্ছালাল যাদব জানান, 'বিজেপিতে যোগ দিলাম। আমার যারা শুভাকাঙ্খী তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা সবাই ভালো থাকুন, আমার একটা পরিকল্পনা ছিল। কেউ কেউ যদি গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে পারে এবং সেই সময় পরিকল্পনা করতে পারে, তাহলে আমিও তো

পরিকল্পনা করতে পারি। সেটা আবার দোষের কি আছে? বিজেপির হয়ে নির্বাচনে ঝাপাবো। সাধারণ মানুষকে বলব, বিজেপিকে ভোট দিন সরকার বদল করুন। সাধারণ মানুষের পাশে আমি আছি থাকব।' তিনি আরও বলেন, 'আমার জন্য অন্য কোনও সমস্যা হবে না কোথাও। একটা কিছু ভেবেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলাম, কিছু মানুষ ভেবেছিল বিজেপির ভোট নষ্ট হবে। কিন্তু প্রত্যাহার করার পর তাদের অবস্থা কি হলো ভেবে দেখুন।'

সিউড়ি চৈতালি মোড়ে সিউড়ির তৃণমূল প্রার্থী উজ্জল চ্যাটার্জির সমর্থনে পথসভায় বক্তব্য রাখছেন শহর তৃণমূল সহ-সভাপতি রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সিউড়িতে বর্ষবরণে মাতলেন শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষবরণে মেতে উঠলেন সংস্কৃতি প্রেমীরা। বাংলা নববর্ষকে নিজেদের মতন করে সাজিয়ে নাচে গানে কবিতায় আলাপ চারিতায় মেতে উঠলেন সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পীরা। বুধবার সন্ধ্যায় বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইনডোর স্টেডিয়ামে বৈশাখী বৈঠকী আড্ডা বসেছিল, সেই আড্ডায় আট থেকে আশি বছরের সংস্কৃতি প্রেমিরা উপভোগ করলেন বাংলা নববর্ষের সান্ধ্য অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম'-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন শহরের প্রায় সব দলের সাড়ে চারশো শিল্পী। উপস্থিত হয়েছিলেন সংস্কৃতির জগতের কিছু ব্যক্তিত্বও। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান চলাকালীন হাজির হন সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলার কার্যকরী সভাপতি উজ্জ্বল চ্যাটার্জী। শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে তিনি বলেন সংস্কৃতি কর্মীদের পাশে তিনি সবসময় ছিলেন আছেন থাকবেন। শহরের সংস্কৃতি রক্ষায় একটি অডিটোরিয়াম গড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের সম্পাদক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সংস্কৃতির প্রসারে এবং সাধারণ মানুষের সব খবর যাতে সঠিক তথ্য অনুযায়ী পান তার জন্য 'অল নিউজ বাংলা ২৪ ডট কম' নামে একটি পোটালের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা ঘটে এদিন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল নং : TATA ACE
ভেহিকেল নং : WB19L8229
ওয়াইওএম : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৩০০৫৩৮.৪১৫

২) মডেল নং : TACEGOLDSL
ভেহিকেল নং : WB29C4357
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৫১৭৪৮.৩৩২

৩) মডেল নং : TATINTV30
ভেহিকেল নং : WB17N3975
ওয়াইওএম : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৪০৬৪৭৫.৬৩৮

৪) মডেল নং : MHMAXXCITY
ভেহিকেল নং : Wb976927
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৫২০০০০

দায়বদ্ধ
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. এর নিকট বিক্রয় করা হবে "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"।
আগ্রহী পক্ষগণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে পারেন।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,
২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল,
বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা :
৯৮৩৬১০৯৩১৭
সুমিত বর্মা :
৯৮৭৫৪০৪৮৪৭

SBI — এসবিআই কোন্নগর শাখা (০২০৭৮)
১৪২, ইন্দিরা গান্ধী রোড, কোন্নগর, জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২ ২৩৫, ই-মেইল আইডি : sbi.02078@sbi.co.in

নতুন ই-কর্নার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত প্রেমিসেস আবশ্যক

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কোন্নগর শাখা, ই-কর্নার স্থাপনের জন্য নির্মিত প্রেমিসেস কার্পেট এরিয়া ৪০০-৪৫০ বর্গফুট মাপের দীর্ঘ মেয়াদি লিজে বাণিজ্যিক স্পেস এর জন্য বাড়িওয়ালা/মালিকগণের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করছে। সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেস কোন্নগর পুরসভার প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত হতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে **একতলা** প্রশস্ত সামনের অংশ কোনও জল জমা সমস্যা ব্যতীত, পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা, অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ (ব্যাকআপ সহ) সরবরাহ, যথাযথ জল সরবরাহের অনুমতি এবং পার্কিং সুবিধা থাকা আবশ্যক। প্রেমিসেস অবিলম্বে দখল দেওয়ার অবস্থায় হতে হবে। প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিকগণ সম্পত্তির বৈধ সম্পূর্ণ স্বত্ব নথি সহ সরাসরি **শাখা প্রবন্ধক, এসবিআই কোন্নগর শাখার** নিকট আবেদন করতে পারেন। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। দালালের কাছ থেকে প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬ — স্বা/-শাখা প্রবন্ধক
স্থান : কোন্নগর — এসবিআই কোন্নগর শাখা

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মেসার্স খুরশিদ আলম হায়ার এজেন্সি শ্রী ইব্রাহিম শেখ এবং শ্রীমতী রেবিনা বিবি	ক) ২২,২৩,৩৪৮.৭৩ টাকা লোন এ/সি নং 92203002745902৯, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২২.১০.২০২৫ গ) ১৬.০৪.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬.১৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- কাজিসাহা, জেএল নং ৫৫,এলআর খতিয়ান নং ৪৩৫৬, ৪৩৫৯,এলআর প্লট নং -৫১৩, ৫১৪, এসআরও -বেলডাঙ্গা, থানা : বেলডাঙ্গা, বেগুনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ।

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাংক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **শ্রী মানস কুমার আচার্য্য,** পিতা শ্রী ধ্রুবেন্দ্র শশী আচার্য্য, ২১৯ দক্ষিণ বেহালা রোড, পো - সরশুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬১।
২. **শ্রীমতি কৃষ্ণা আচার্য্য,** স্বামী শ্রী মানস কুমার আচার্য্য, ২১৯ দক্ষিণ বেহালা রোড, পো - সরশুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬১।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ শাখায় আপনার হাউজিং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৪৮৯০৬৯৭৪৮ - প্রসঙ্গে।
আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জন হলেন ঋণগ্রহীতা এবং প্রথমজন হলেন বন্ধকদাতা, যিনি আপনার গৃহীত লোন অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য তাঁর সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন, নিম্নলিখিত সুবিধাটি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছেন।
সুবিধার প্রকৃতি : হাউজিং লোন মঞ্জুরীকৃত সীমা : ৩০.৫০ লক্ষ টাকা।
আপনি উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
হাউজিং লোন এসি নং ৭৪৮৯০৬৯৭৪৮	১. মঞ্জুরি পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ২. ডি১-দাবি অঙ্গীকারপত্র ৪. ডি৩২- দলিলপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্ধকদাতার পত্র ৫. মূল দলিল

উক্ত ঋণ বন্ধকদত্ত বাস্তু জমি পরিমাপ ১ (এক) কাঠা ৭(সাত) ছটাক ৩৪ (চৌত্রিশ) বর্গফুট কমবেশি দ্বারা জামিনদত্ত এবং তদস্থিত টিন শেড বসবাসের নির্মাণ পরিমাপ ২৩৪ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া অবস্থিত মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, তৌজি নং ৩, ৪, ৫, আরএস নং ৪৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৮০, আরএস খতিয়ান নং ৬৮৮৫, কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ২২০এ, দক্ষিণ বেহালা রোড, অ্যাসেসি নং ৪১১২৫০৫১০২৫৫, ওয়ার্ড নং ১২৫, কলকাতা -৭০০০৬১, থানা - ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরশুনা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, এআরএ কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আপনি সময়ে সময়ে উল্লিখিত সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে দেনার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সর্বশেষ এই ধরনের স্বীকৃতিপত্রটি ২৪.০৪.২০২৩ তারিখে আমাদের অনুকূলে ৩০,৫০,০০০ টাকার জন্য জারি করা হয়েছিল।

সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণ হিসাবটিকে ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

*** ১০/০৪/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ হলো **২১,০৭,৫৯০ টাকা (একুশ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত নব্বই টাকা)** এবং উক্ত টাকার উপর **১১.০৪.২০২৬** তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ প্রযোজ্য হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসেবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/দাবি সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা ১০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ, অর্থাৎ **২১,০৭,৫৯০ টাকা (একুশ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত নব্বই টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশ অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাকে আর কোনো উল্লেখ না করেই তার জামানতি স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক নীচে তফসিলভুক্ত জামানতকৃত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার প্রয়োগের অধিকার বলবৎ করবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে তফসিলভুক্ত) কোনও হস্তান্তর করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে জানানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি ডিআরটি/ডিআরটি-এর আর ও/ডিআরএটি/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই জারি করা হয়েছে।

"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা আপনার জামানত খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।"

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

তপশিল :
নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত :
বন্ধকদত্ত সম্পদ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাপ ০১ (এক) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক ৩৪ (চৌত্রিশ) বর্গপুট কমবেশি এবং তদস্থিত বসবাসের টিনের শেড পরিমাপ আনুমানিক ২৩৪ বর্গপুট এরিয়া অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, তৌজি নং ৩, ৪, ৫, আরএস নং ৪৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৮০, আরএস খতিয়ান নং ৬৮৮৫, কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ২২০এ, দক্ষিণ বেহালা রোড, অ্যাসেসি নং ৪১১২৫০৫১০২৫৫, ওয়ার্ড নং ১২৫, কলকাতা-৭০০০৬১, থানা ঠাকুরপুকুর বর্তমানে সরশুনা,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফি বেহালা, এআরএ কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির মালিক : শ্রী মানস কুমার আচার্য্য।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : সুখরঞ্জন গাঙ্গুলি এবং আশিস গাঙ্গুলি এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** কালীপদ দাস এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে :** রাম চরণ দাস এবং ক্ষিতি দাস এর সম্পত্তি।

তারিখ : ১১.০৪.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

SBI — এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

LOAN A/C NO - 30009992934 (HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসপিসি হাওড়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর নং ৩) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৫.০৯.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী রাজ কুমার সিং এবং শ্রীমতী কমলজিত সিং, ঠিকানা - ফ্ল্যাট - ২এ, ৩য় তল, ব্লক এ, ৪০ ধর্মদাস কুন্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৫৭,৭৬৮.০০ টাকা (দুই লাখ সাতান্ন হাজার সাতশ আটষট্টি টাকা) টাকা ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা(গণ) উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসপিসি হাওড়া** নিকট বকেয়া **২,৫৭,৭৬৮.০০ টাকা (দুই লাখ সাতান্ন হাজার সাতশ আটষট্টি টাকা) টাকা ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি তদস্থিত বিভিন্ন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার, ব্যবহার, সুবিধা, যাবতীয় পরিষেবা ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সহ পরিমাপ আনুমানিক প্রকৃত **১(এক) বিঘা, ৬(ছয়) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ৩৪ (চৌত্রিশ) বর্গফুট বিকল্পে ১বিঘা, ৬ কাঠা ৫ ছটাক ৩৪ বর্গফুট** কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০, ধর্ম দাস কুন্ডু লেন, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৪ অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** হোল্ডিং নং ৪০/৭, ৪০/৮, ৩৯ এবং ৪০ ধর্ম দাস কুন্ডু লেন। **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে :** ধর্ম দাস কুন্ডু লেন। **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ৪০/৩ ধর্ম দাস কুন্ডু লেন।
(ফ্ল্যাটের বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং **২এ,** ব্লক এ, তিনতলায় উক্ত ভবনে পরিমাপ আনুমানিক **৪৬৫** বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ দুই বেড রুম, এক লবি, এক কিচেন, এক সংলগ্ন টয়লেট এবং এক পৃথক টয়লেট এবং ব্যালকনি, বিদ্যুৎ, জল, নিকাশি, প্লাম্বিং ফিটিংস এবং অন্যান্য সুবিধা এবং সরঞ্জাম অন্যান্য অধিকার সিঁড়ি/ছাদ, সকলের ব্যবহারের স্থান ইত্যাদি সহ হাওড়া পৌর সংস্থা হোল্ডিং নং ৪০ ধর্ম দাস কুন্ডু লেন, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৩৪ অধীন।
সম্পত্তি শ্রী রাজ কুমার সিং এবং শ্রীমতি কমলজিৎ সিং এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২৯২৭-২০০৫ সালের, ভলুম নং ৮১, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে ৯০, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ১৬.০৪.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : হাওড়া — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাংক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **শ্রী অরুণ কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র রায়, ঠিকানা : ১) ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৫, ২) ফ্ল্যাট নং -১০৩, ২য় তল, প্রেমিসেস নং ২, অভয় মিত্র স্ট্রিট, পো -হাটখোলা, থানা -শ্যামপুকুর, কলকাতা- ৭০০০০৫।
২. **শ্রীমতি মাধবী রায় (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী অরুণ কুমার রায়, ঠিকানা : ১) ২৪বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৫, ২) ফ্ল্যাট নং -১০৩, ২য়তল, প্রেমিসেস নং ২, অভয় মিত্র স্ট্রিট, পো -হাটখোলা, থানা -শ্যামপুকুর, কলকাতা- ৭০০০০৫।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাংক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখা, ৮৮ বি কে পাল অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০০৫-এ আপনার মর্টগেজ লোন অ্যাকাউন্ট এ/সি নং - ৭৭৭৫৮৮৭৫৭৮।
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন জামিনদার। আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা, যিনি তার গৃহীত লোন অ্যাকাউন্টগুলির জন্য তার সম্পদ জামানত হিসাবে প্রদান করেছেন।
আপনার অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, নিম্নলিখিত সুবিধাটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছেন
সুবিধার প্রকৃতি (সীমা)
আইএনডি মর্টগেজ লোন : ৩০.০০ লক্ষ টাকা
আপনি উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
১. আইএনডি মর্টগেজ লোন	আপনার দ্বারা স্বাক্ষরিত ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, আপনার দ্বারা স্বাক্ষরিত মর্টগেজ চুক্তি, চুক্তি গ্যারান্টি, বন্ধকী দলিল, স্থাবর সম্পত্তির উপর চার্জ।

০৯/০৫/২০২৪ তারিখের গ্যারান্টি মেয়াদী ঋণ চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে আপনি ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত ঋণসমূহের পরিশোধের গ্যারান্টি দিচ্ছেন। উক্ত ঋণ পরিশোধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত সম্পত্তি(সমূহ)-এর বন্ধক/হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে সুরক্ষিত :
ক. **সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং : ৪বি, ৫ম তল, গাড়ি পার্কিংয়ের স্পেস নং ৮, ১ম তল, প্রেমিসেস নং ৮৪-০৫৬৮, স্ট্রিট নং ০৫৬৮, অ্যাকশন এরিয়া ২বি, থানা - রাজারহাট বর্তমানে নিউ টাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা।**
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি, যিনি এই অর্থ পরিশোধে দায়বদ্ধ, বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অনুসারে, এই লোন অ্যাকাউন্টটি ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
১৬.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ হল **২৪,৫৪,০৩৩ টাকা (চব্বিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তেত্রিশ টাকা)** এবং উক্ত টাকার উপর **১৭.০৪.২০২৬** তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ প্রযোজ্য হবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাকে এতদ্বারা এই ধারার অধীনে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, বর্তমান তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় অর্থ অর্থাৎ- **২৪,৫৪,০৩৩ টাকা (চব্বিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তেত্রিশ টাকা)** এবং ১৩(২) ধারা অধীনে এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদসহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাকে আর কোনও উল্লেখ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক নীচে তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনার দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ধারা ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পর সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে তফসিলভুক্ত) কোনো হস্তান্তর বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে করা যাবে না।
উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে জানানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডিআরটি/ডিআরটি-এর আর ও/ডিআরএটি/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষে জারি ও প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতগুলির উপর আপনার খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
যে সম্পদগুলিতে জামানতি স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সেরসাই বিস্তারিত : অ্যাসেট আইডি : ২০০০৫৫৯৫১৭৭০, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৫৫৬৭৩৭৫৯
এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, পাঁচতলায় পরিমাপ ১৪৩৪ বর্গফুট কমবেশি এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ৮, একতলায় পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট নির্মিত জমির পরিমাপ ৩৯৯.১৬ বর্গ মিটার কমবেশি প্রেমিসেস নং ৮৪-০৫৬৮, স্ট্রিট নং ০৫৬৮ দলিল (পূর্বতন প্লট নং ৫৭৩, ব্লক নং এএ-২বি) ক্যাটাগরি : এইচআইজি , দায়মুক্ত জমি অবস্থিত নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া -২বি, থানা : রাজারহাট বর্তমানে নিউ টাউন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৮৬-০৫৬৮ এবং স্ট্রিট নং -০৫৬৮ (৪০ মি চওড়া)। **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং -৮২-০৫৬৮,৩১-০৫৬৪ এবং ৩৩-০৫৬৪। **পূর্বে :** স্ট্রিট নং -০৫৬৮ (৪০ মি চওড়া) এবং প্রেমিসেস নং -৮২-০৫৬৮। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং -৩৩-০৫৬৪ এবং ৮৬-০৫৬৮।
৪বি নং ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** লিফট, সিঁড়ি এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
সম্পত্তির মালিক : শ্রী অরুণ কুমার রায় এবং উল্লেখ্য দলিল নং ১৩২৭৪/২০১৯ তারিখ ১১.১১.২০১৯।

তারিখ : ১৬.০৪.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

‘তৃণমূলের সব দুর্নীতিকে বুলডোজার দিয়ে উড়িয়ে দেবে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার’

বারাবনিতে বিস্ফোরক যোগী আদিত্যনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের সমর্থনে জনসভা করেন যোগী আদিত্যনাথ। আছরা হাই স্কুল মাঠের সভায় যোগী ভাষণের আগাগোড়াই ‘তৃণমূলের দুর্নীতি’ নিয়ে সরব হন।

তিনি বলেন, ‘প্রথমে কংগ্রেস পড়ে বামফ্রন্ট এবং বিগত পনেরো বছর তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকার রাজ্যে পরিণত করেছে। কয়লা চুরি, লোহা চুরি, বালি চুরি-সহ বিভিন্ন দুর্নীতিতে হাত পাকিয়েছে। সাধারণ জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কেন্দ্র সরকারের টাকা তছরুপ করেছে এই রাজ্যের সরকার। নয় বছর আগে ইউপি’র অবস্থা ছিল তৃণমূল দ্বারা পরিচালিত বাংলার মতো। খুন, দাঙ্গা, জমি লুঠ করতে ব্যস্ত ছিল তৎকালীন ইউপি সরকার আশ্রিত

কুখ্যাত দুষ্কৃতীরা। জনগণের সম্পত্তি হরপ করে নিজেরা ফুলেফেঁপে উঠেছিল। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর বুলডোজার দিয়ে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতীর হার-মাংস ঠিক করে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দির করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। কর সেবকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকারের পুলিশ। কিন্তু ডবল ইঞ্জিন সরকার হওয়ার পর আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাম মন্দির অযোধ্যায় তৈরি হয়েছে। সেখানে শুধু দেশের নয়, বিদেশের বহু পর্যটক ও ভক্ত নিত্যদিন ভিড় করছেন।

বর্তমানে ইউপি মাফিয়া শূন্য। বেকারদের কর্মসংস্থান হয়েছে। মহিলারা স্বনির্ভর হচ্ছে। শিল্প গতিতে অগ্রগতি করছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার এলে পুনরায় দুর্নীতির বাংলা সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হবে।’ তিনি সভা থেকে বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরিজিৎ রায়কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। এদিনের সভায় লক্ষ্য করা যায় উৎসাহিত বিজেপি সমর্থকরা বুলডোজারের চেপে সভাস্থলে আসেন।

‘ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে বাংলায় সুরক্ষা মজবুত হবে’

বীরভূম থেকে বিজেপি সরকার গড়ার আহ্বান যোগীর

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে সুরক্ষা আরও মজবুত হবে, বাংলায় তৃণমূলের গুন্ডারা এই সুরক্ষা শেষ করে দিয়েছে।’ বীরভূমে এসে সুরক্ষার প্রশ্নে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড়া করালেন তৃণমূলকে। রামপুরহাটের চাকপাড়া মোড়ে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘সংস্কৃতির রাজধানী বানানোর জন্য বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার আনতে হবে। এই বাংলাকে শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গদার বানানো যাবেনা, বাংলাদেশের যখন হিন্দুরা মরে তখন কমিউনিস্ট আর এই তৃণমূলরা চুপ করে থাকে। কিন্তু বিজেপি চুপ করে থাকার দল নয়। আপনারা ডবল ইঞ্জিন সরকার করলে অনুপ্রবেশকারী রোখা যাবে। শুধু তাই নয়, যারা অনুপ্রবেশকারী বাংলায় বসবাস করছে, তাদের কান ধরে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অনুপ্রবেশকারীরা শুধু জমি দখল করছে না, আপনার অধিকার খর্ব করছে। আর এসব সম্ভব হচ্ছে তৃণমূলের গুন্ডাদের জন্য।’ কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘প্রায় সাত হাজার কারখানা বেঙ্গল থেকে সরে গেছে। আর উত্তরপ্রদেশে নতুন ৯ বছরে ১৭ হাজার ছোট বড় অনেক কলকারখানা গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৬ হাজার এমএসএম ই-ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। আর উত্তরপ্রদেশে ৯৬ লক্ষ এমএসএম ই-ইউনিট গড়ে উঠেছে।’ সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘এই বাংলায় গুন্ডারাজ চলছে, মাফিয়া রাজ চলছে।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার গুন্ডাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঝাড়ু মেরে সাফাই করা হবে। জমি মাফিয়া, বালি মাফিয়া ও পাথর মাফিয়াদের কাছ থেকে উদ্ধার করা সমস্ত অবৈধ দখলদার বিলি করা হবে গরীব সাধারণ মানুষদের মধ্যে।’ উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে বাংলার তুলনা করে যোগী বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশে বিজেপি আসার পর মাফিয়া রাজ, দুর্নীতি খতম হয়েছে। বহু বছর আগে উত্তরপ্রদেশে ‘জয় শ্রীরাম’ বলা কঠিন হতো। কিন্তু এখন উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় সেই রামের মন্দির তৈরি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ‘নো কার্ফু, নো দাঙ্গা, ইউপি মে সব চাঙ্গা।’ নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘মমতা দিদি’র রাম নামে আপত্তি আছে, দুর্গা পূজা করতে দেন না তিনি। হিন্দুদের উৎসবে কার্ফুর মত পরিবেশ তৈরি করে দেন।’ অভিযোগের সুরে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের পুজোয় বাধা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তৃণমূল সরকার চুপ থেকেছে।’ এর পাশাপাশি যোগী আদিত্যনাথ মনে করিয়ে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের কথা। তিনি বলেন, ‘যখন দুর্গাপুজো করতে বাধা দেওয়া হয়। সুরক্ষা দিতে পারে না তৃণমূল সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা বলেছিলেন বুলডোজার নেই? না থাকলে উত্তরপ্রদেশ থেকে আনিয়ে নিন। গুন্ডাদের শায়েস্তা করতে গেলে এটাই একমাত্র পথ।’ যোগী আদিত্যনাথ আরো বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সরকার লজ্জার মাথা খেয়ে এই বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য বানাতে চাইছে। রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামীজীর এই রাজ্যে গোহত্যা হয়। কিন্তু বিজেপি সরকারের সংকল্প গোহত্যা হবে না। হিন্দুদের লাভ জিহাদের নামে বিধর্মী করা যাবে না। এতদিন ধরে এই বাংলায় শুধুমাত্র তুষ্টিকরণের রাজনীতি চালিয়েছে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল।’ রামপুরহাট ও বোলপুরে বৃহস্পতিবার দুটি নির্বাচনী জনসভা করেন যোগী আদিত্যনাথ। দুটি সভা থেকেই রাজ্যে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার’ ডাক দেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

দরজায় দরজায় প্রচার

‘মানুষের আস্থাই শক্তি’, বার্তা বিমান ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র হল পুরশুড়া বিধানসভা। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। এবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন বিমান ঘোষ, যিনি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ইতিমধ্যেই এই এলাকার মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। প্রচারের ময়দানে নেমে বিমান ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, ‘পুরশুড়া শুধু একটি বিধানসভা কেন্দ্র নয়, এটি আমার পরিবার। এখানে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমার আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি রাজনীতি করতে আসিনি, মানুষের পাশে থাকতে এসেছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘গত কয়েক বছরে আমি চেষ্টা করেছি মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকতে। বন্যা, ঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যে কোনও পরিস্থিতিতে আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। আগামী দিনে আরও বেশি করে উন্নয়নমূলক কাজ করে পুরশুড়াকে একটি আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।’ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘শুধুমাত্র প্রচারের জোরে বা বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। পুরশুড়ার মানুষ সচেতন। তারা কাজ দেখে ভোট দেয়, প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব উন্নয়ন চায়।’ বিমান ঘোষ তাঁর নির্বাচনী প্রচারের কৌশল নিয়েও বিস্তারিত জানান। তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি মানুষের দরজায় পৌঁছে তাদের কথা শোনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বিভিন্ন গ্রামে যাচ্ছি, মানুষের সমস্যা শুনছি। সন্ধ্যায় পথসভা করে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরছি।’ তিনি দাবি করেন, ‘বিজেপি সরকার গঠিত হলে পুরশুড়ায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা, যুব সমাজের কর্মসংস্থান, সব ক্ষেত্রেই বড় পরিবর্তন আসবে। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিই না, আমরা কাজ করে দেখাই।’ শেষে তিনি পুরশুড়ার মানুষের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে আগামী দিনে পুরশুড়াকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাব। এই লড়াই কোনও ব্যক্তির নয়, এটি পুরশুড়ার উন্নয়নের লড়াই।’ এবারের নির্বাচনে পুরশুড়া কেন্দ্র যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও কাজের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ।

‘মুখ্যমন্ত্রীর শপথের পর রাজ্য থেকে এসআইআর ব্যাপারটাই উঠে যাবে’

পাণ্ডবেশ্বরে দলীয় প্রচারে হুঙ্কার অনুব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ভোটের মাত্র আর কয়েকটা দিন বাকি। এর মধ্যেই প্রচারে পারদ চড়েছে খনি অঞ্চল-সহ শিল্পাঞ্চলে। শাসকবিরোধী সব দলেরই নির্বাচনী প্রচারে আসছেন হেবিওয়েট নেতারা। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার অঞ্চলে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচারে এলেন বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এদিনের প্রচারের একটা জনসভায় অনুব্রত মণ্ডল কেন্দ্র সরকারের বাঙালি বিদ্বেষের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘এ রাজ্যে তো গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ওড়িশা থেকে বহু লোক কাজ করে, কই আমরা তো তাদের চলে যেতে বলি না। অথচ যে সকল বাঙালিরা পশ্চিমবাংলা ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজ করছেন, তাঁদেরকে সেখানে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন?’ পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে তিনি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন।

এদিনের জনসভা থেকে অনুব্রত বাবু জানান এবারের ভোটে তৃণমূল আবার চতুর্থ বারের জন্য তৃণমূল সরকার গঠন করবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করবেন। রাজ্যে এসআইআর প্রসঙ্গে অনুব্রত জানান, ‘মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ হওয়ার পরে রাজ্য থেকে এসআইআর ব্যাপারটাই উঠে যাবে এবং এবারের ভোটে ২৩০ থেকে ৩৫টি আসন তৃণমূলের দখলে থাকবে।’ অন্যদিকে, সেনাবাহিনীর যুদ্ধে যাওয়ার বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে রাজ্যে আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যেন ভারত-আমেরিকার যুদ্ধ লেগেছে।’ হুংকারের সুরে তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা, একেবারে ঘাড় দুমড়ে খেয়ে নেবে, বাঙালি ভয় পায় না আন্দোলন করতে পিছপা হয় না।’ অন্যদিকে, পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘পশ্চিম বর্ধমানের নয়টি আসনই তৃণমূলের দখলে থাকবে। আর সে কারণেই যারাই কোনরকম অশান্তি পাকানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ফন্দী করছে, দলের কর্মীদের সতর্ক করেছি কোনরকম প্ররোচনায় পা যেন না দেয়।’

শান্তিপূর্ণ ভোট করতে বালুরঘাটে নির্বাচন পর্যবেক্ষকের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। ৩৯-বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) কার্যালয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ভারতের নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত সাধারণ পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে মূলত স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, সেক্টর অফিসার এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের আধিকারিকদের একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশ দেন সাধারণ পর্যবেক্ষক। ভোটাররা যাতে কোনো ভয় বা প্রলোভন ছাড়াই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, প্রশাসনকে সেই পরিবেশ তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে নির্বাচনী হিংসা, ভোটারদের ভয় দেখানো, বুথ দখল বা কোনও ধরণের অসাধু প্রভাব খাটানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। পর্যবেক্ষক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচনের পবিত্রতা নষ্ট করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে কঠোর হাতে দমন করা হবে। বিশেষ করে এলাকার স্পর্শকাতর বুথগুলিতে বাড়তি নজরদারি এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ভোটের দিন এবং তার আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সিভিল প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে মজবুত সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা সর্বদা সক্রিয় থাকেন এবং যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই তা মোকাবিলা করেন। সামগ্রিকভাবে, সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তা বোধ তৈরি করতে এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে প্রশাসনের সমস্ত শাখাকে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে এদিনের বৈঠক শেষ হয়। জেলাবাসীর নজর এখন শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার দিকে।

পাঁচগেছিয়ায় তৃণমূল-বিজেপি মুখোমুখি

বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে শতাব্দীর রোড শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার বারাবনির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে রোড শো করেন সাংসদ শতাব্দী রায়। এদিন এই বিধানসভা কেন্দ্রের পানুরিয়া থেকে পাঁচগেছিয়া পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটার রাস্তা রোড শো হয়। হুড খোলা জিপে প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়কে নিয়ে রোড শো করেন শতাব্দী। এদিনের রোড শোতে শতাব্দী রায়কে দেখার জন্য বহু মানুষ রাস্তার দুধারে জড়ো হন। মহিলারা ফুল ছুড়ে স্বাগত জানান বিধান এবং শতাব্দীকে।

উল্লেখ্য, একই বিধানসভা কেন্দ্রে সালানপুরে বিজেপির সভা ছিল। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। পাঁচগেছিয়া তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে রোড শোতে সামিল হওয়ার জন্য জড়ো হওয়া তৃণমূল সমর্থকরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান তোলেন। একই সময় ওই রাস্তা দিয়ে যোগীর সভার উদ্দেশ্যে যাওয়া বিজেপি সমর্থকরাও গাড়ির ভিতর থেকে পাল্টা স্লোগান তুলতে থাকেন। ক্ষণিকের জন্য যোগীর সভার উদ্দেশ্যে যাওয়া বাস ও গাড়ি আটকে যায়। কিন্তু উভয় পক্ষের কিছু সমর্থকদের প্রয়াসে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ একাধিক মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রচার করছে, এর প্রভাব কতটা ভোট বাক্সে পড়বে, এই প্রশ্নের উত্তরে শতাব্দী রায় বলেন, ‘বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও এই ভোট পাখিরা এসেছিল। মানুষকে তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীমাতে ঝুরিঝুরি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মানুষ তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিল মমতার উন্নয়নের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এই বাংলায় চলেনা।’ মহিলা বিল সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

কাটোয়ায় নাবালিকাকে গণধর্ষণ, এক নাবালক-সহ ৭ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: এক নাবালিকাকে অপহরণ করে তাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক নাবালক-সহ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে স্থানীয় এক ইটভাটা চত্বরে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এক নাবালক-সহ সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে কয়েকজন মিলে ওই নাবালিকাকে জোর করে তুলে ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানেই তার উপর নির্যাতন করা হয়। পরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কাটোয়া থানা-তে। নাবালিকার জ্ঞান ফেরার পরই পুরো ঘটনার কথা জানতে পারেন তার পরিবার ও পুলিশ। এরপরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। রাতভর অভিযান চালিয়ে এক নাবালক সহ মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা জেরায় অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। ধৃতদের মধ্যে ৬ জনকে কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, নাবালককে বর্ধমান জেলা জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়।

হরেরাম সিংয়ের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং-এর সমর্থনে চুরুলিয়া হাটতলায় আয়োজিত এক জনসভায় যোগদান করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী তথা লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রথমেই সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায় মঞ্চে উঠতেই তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান, তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। পরে সাংসদ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য দিয়ে মঞ্চ ছাড়েন। অভিনেত্রী তথা লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায় জানান, ‘আপনারা সকলেই হরেরাম সিংকে ভোট দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য জামুরিয়ায় বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করুন।’ শতাব্দী রায় জানান, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়ে কথা রেখেছেন, তাই আজ বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনমুখী প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন, যেগুলি তিনি একটা সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।’ তবে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পই নয়, এদিন বিজেপির মিথ্যাচার নিয়েও সরব হন

সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দি রায়। যেখানে তিনি বিহার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ‘বিহারে বিজেপি সরকার আসার পর মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল কিন্তু এখন প্রত্যেক মহিলার বাড়ি বাড়ি নোটিস পাঠাচ্ছে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। কাজেই বিজেপি যদি কিছু দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রচার চালান তাহলে সেটিকে আপনারা তাদের মিথ্যাচার ভাববেন।’

ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক ১৫ জন পরিযায়ী শ্রমিককে মুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলাদেশি সন্দেহে গত দুই দিন ধরে ওড়িশায় আটকে থাকা মালদার ১৭ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে ১৫ জনকে ছাড়ল পুলিশ। ওই শ্রমিকদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকি দু’জনের কাছ থেকে একাধিক মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকে রেখেছে ওড়িশা পুলিশ। ওড়িশা পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মালদার কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক তাদের পরিবারকে ফোন করে জানিয়েছে, তাঁরা পরিচয় পত্রের বৈধ নথিপত্র দেখিয়েছেন। সমস্ত রকমভাবে জেরা করার পর তাদেরকে ছাড়া হয়। কিন্তু আরও যে দুইজন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করা হয়েছে, তাদের কাছে নাকি একাধিক মোবাইল পেয়েছে পুলিশ। তাই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটকে রেখেছে। বৃহস্পতিবার সকালে মালদার চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাট এলাকার ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে এমন খবর পৌঁছাতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বাড়ির লোকেরা। এদিন এক পরিযায়ী শ্রমিকের কাকা আব্দুল আলি বলেন, ‘আমার ভাইপো-সহ এই এলাকার অন্তত ১০ জন ছয় মাস আগে ওড়িশা রাজ্যের বেলাগুঠা এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পোশাক-সহ অন্যান্য সামগ্রী ফেরির কাজ করতে গিয়েছিল। এছাড়াও এই এলাকার আরও সাতজন শ্রমিক ওদের সাথেই ছিল। ভোটের জন্য ওরা বাড়ি আসার প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাতে ওড়িশা পুলিশ ওই এলাকার একটি স্টেশনের সামনে থেকেই হরিশ্চন্দ্রপুরে ১৭ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি অভিযোগে আটক করে। দুই দিন ধরে আটক করে রাখার পর অবশেষে তাদের বৃহস্পতিবার সকালে ছেড়েছে। গ্রামের আটক সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের বৈধ পরিচয়পত্র পাঠিয়েছিলাম আমরা।’ এদিকে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ওড়িশা রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে শাসক ও বিরোধী নেতৃত্বের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ‘ঘটনাটি শোনার পর আমরা দলের রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছিলাম। এরপর ওড়িশা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।’ বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘কোনও কাজ তৃণমূল করে না। শুধু মিথ্যা কথা বলেই ওরা মানুষকে বিভ্রান্তি করছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের এই পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকের বিষয়টি শোনার পর ওই রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এরপর তাদেরকে ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয়।’

দৈনিক আয় ৪০০ টাকা

‘কলিং বেল’ চিহ্নে ভোটপ্রার্থী দিনমজুর

মনোজ চক্রবর্তী

পেশায় দিনমজুর। দৈনিক আয় চারশো টাকা। বাড়িতে দাদা, বৌদি, মা থাকলেও সংসার করা হয়ে ওঠেনি। নিজের নাছোড় মনোভাবের ফল হাতে নাতে পেয়েছে হাওড়ার আমতা থানার তেগেছিয়া গ্রাম। ২০০৩ সালে বাস্তবিক লড়াইয়ে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ এনেছেন। সেই থেকে তেগাছিয়া এলাকার মানুষের কাছে তিনি বেশ জনপ্রিয়। নির্বাচনে ভোট দেওয়া ছাড়াও প্রার্থী পদ-সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া কেমন তা জানতে গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে এবার বিধানসভা ভোটে দাঁড়িয়ে সকলকে চমকে দিয়েছেন তেগেছিয়া হাজরা পাড়ার যুবক অভিজিৎ হাজরা। প্রতীক ‘কলিং বেল’। এলাকার মানুষ ও বেশ খুশি। তেগাছিয়া মাঠ সংলগ্ন মন্দিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসানো থাকে সাজেশন বক্স। আগামীতে এলাকার উন্নয়নের জন্য কি কি চাই তা জানিয়ে অনেকেই চিঠি লিখে বাক্সে ফেলছেন। কেন ভোটে দাঁড়ালেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অভিজিৎ জানিয়েছে, ‘বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া কেমন তা জানতে সিদ্ধান্ত নিই। তবে নিজের উদ্যোগে অনেকটা লড়াই করে ২০০৩ সালে এই গ্রামে বিদ্যুৎ আনি। আশা করি ভালোই ভোট পাব।’ চারশো টাকা দৈনিক আয়ের এই নির্দল প্রার্থী তাই এবারের ভোটে ব্যতিক্রম।

দুর্গাপুরে নির্বাচনের ময়দানে ‘সাপ-লুডু’ প্রচারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে একেবারে ভিন্ন স্বাদের প্রচার কৌশল নিয়ে হাজির হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ‘সাপ-লুডু’ খেলাকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই কৌতূহল তৈরি করেছে ইস্পাত নগরীতে। দুর্গাপুরের রামকৃষ্ণ এভিনিউ এলাকায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পথচলতি মানুষ ও গাড়ির চালকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি লুডুর বোর্ড। এই বোর্ডে

সাপের মাথায় কার্টুন আকারে বসানো হয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের ছবি নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার এবং শমিক ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, মই বা সিঁড়ির ঘরগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প। শুধু বোর্ড বিতরণেই থেমে থাকেনি আয়োজকরা সঙ্গে পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয়ও দেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রচার আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের খেলাচ্ছলে প্রচার সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে কার্যকরী হচ্ছে এবং এতে মানুষের আগ্রহও বাড়ছে। তৃণমূল নেতা পল্লব রঞ্জন নাগ জানান, ‘এই উদ্যোগের মাধ্যমে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা।’ পাশাপাশি দাবি করেন, বিজেপিকে ভোট দিলে ক্ষতির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও এই প্রতীকের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে। অন্যদিকে, এই প্রচারকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের জেলা মুখপাত্রের মতে, ‘এই ধরনের প্রচারে মানুষের মন জেতা সম্ভব নয় এবং রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দেবে।’ সব মিলিয়ে, নির্বাচনের ময়দানে ‘সাপ-লুডু’ এখন শুধুই খেলা নয় এটি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এক অভিনব মাধ্যম।

নারী সংরক্ষণকে ব্যর্থ করার অজুহাত তৈরি করবেন না, বিরোধীদের রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: নারী সংরক্ষণকে ব্যর্থ করার জন্য কোনও অজুহাত তৈরি করবেন না, বিরোধীদের এই পরামর্শ দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৃহস্পতিবার রিজিজু বলেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। এই বিলটি একটি ঐতিহাসিক আইন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ প্রদানের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের সংসদ। আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে সমস্ত দল সমর্থন করবে এবং নিশ্চিত করবে যেন দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত নারী সংরক্ষণ ব্যর্থ না হয়।'

রিজিজু আরও বলেন, 'বিরোধী দলগুলির কাছে আমার একটি আবেদন আছে। দয়া করে সীমানা পুনর্নির্ধারণের অজুহাতে নারী সংরক্ষণের বিরোধিতা করবেন না। এমকে স্ট্যালিন কেন্দ্রের সীমা পুনর্নির্ধারণ পদক্ষেপের প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। পাশাপাশি, তিনি প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিলের একটি কপিও আগুনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানান।শুধু স্ট্যালিন নন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা আনবিল মহেশ পোইয়ামোঝি তিরুচিরাপল্লির থেন্নুরে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে একটি কালো পতাকা উত্তোলন করেছেন।

নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি আসলে দলিত ও মুসলিম বিরোধী। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অখিলেশ বলেন, আমরা নারীদের জন্য সংরক্ষণের বিরুদ্ধে নই, বরং যেভাবে এই বিলটি আনা হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে।

তারা (বিজেপি) দলিত, মুসলিম এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। যখন আমরা ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলি, তখন সঠিক সংখ্যা না থাকলে আমরা কীভাবে সংরক্ষণ দিতে পারি?

তরুণদের খোঁজে নতুন মঞ্চ, জমজমাট সূচনায় শুরু অ্যাথলিড প্রগতি কাপ ২০২৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণ ক্রিকেট প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যে সাড়ম্বরে সূচনা হল অ্যাথলিড প্রগতি কাপ ২০২৬-এর সিজন ২। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের হাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয় ট্রফি। বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং অ্যাথলিড স্পোর্টস স্কুলের সহযোগিতায় সারা বাংলা জুড়ে ৯টি জেলায় আয়োজিত হবে এই লিগ। এই টুর্নামেন্টের সহযোগী স্পনসর ইজিসি স্পোর্টস। অনূর্ধ্ব-১৪ ও অনূর্ধ্ব-১৯ বালক এবং অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রতিযোগিতার কাঠামো, যা রাজ্যের ক্রিকেট মানচিত্রে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলেই মনে করছেন ক্রীড়ামহলের একাংশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, অমিতাভ আড্ডি, সঞ্জয় দত্ত, সুরজিৎ লাহিড়ী, রাজেশ দানী, সৌমেন্দু চ্যাটার্জি, গৌরমোহন গোস্বামী, গৌতম দাস, দেবাশিস গাঙ্গুলী সহ একাধিক বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থলে যেন চাঁদের হাট বসেছিল। এই উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা অ্যাথলিড স্পোর্টসের প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জি। তরুণ প্রতিভা অন্বেষণে তাঁর এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত সকলেই। আয়োজকদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের ক্রিকেট তারকা তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে অ্যাথলিড প্রগতি কাপ।

ক্রিকেটারদের সঙ্গে অ্যাথলিড স্পোর্টস স্কুলের প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division – I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 05 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 4(Four) locations under Raghunathganj Police Station, 2(Two) locations under Farakka Police Station, 2(Two) locations under Suti Police Station, 5(Five) locations under Samsherganj Police Station in the district of Murshidabad and Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 2(Two) locations of Salar Police Station in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **18/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **18/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **18/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **18/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D.

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, পনের দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে ভগবতী ইমপেক্স, একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ : কাগজের পাইকারি ব্যবসা

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি উমা শান্তি নিবাস, ৩৩, বাদুর বাগান লেন, ১ম তল, স্যুট নং ১বি, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের নিকট, মানিকতলা, কলকাতা ৭০০০০৯, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তার আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি ফার্মের নিবন্ধিত অফিসেও পাঠাতে পারবেন।

আবেদনকারীর নাম
১. মিনাক্ষী চন্দক
২. জয়শ্রী মোহতা

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য** এবং **শ্রীমতি রত্না চক্রবর্তী**, উভয়ে প্রয়াত শঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্যর সন্তান সম্পূর্ণত যৌথ মালিক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ২২ বর্গফুট, অবস্থিত **মৌজা : কালিদহ**, জেএল নং ২৩, আর এস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, **আরএস/এল আর দাগ নং ৫২৮১**, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ২৪৪৮ এবং ২৪৫২, বর্তমানে **পুরসভা হোল্ডিং নং ১০৬৮**, কলকাতা যশোর রোড, থানা : লেকটাউন, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন। উক্ত সম্পত্তি **প্রয়াত শঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য** - শ্রীমতি নমিতা রায় চৌধুরীর কাছ থেকে ক্রয় করেন রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল তারিখ **১৩ মার্চ, ১৯৮০**, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাশীপুরর দম দম এবং নথিভুক্ত **বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬০, পৃষ্ঠা ১০৭ থেকে ১১৪, দলিল নং ০১৯৯৪ -১৯৮০ সালের।** তাঁর ১১.১০.২০১১৪ তারিখে আকস্মিক মৃত্যুর পর উক্ত মালিকগণ তার উন্নয়ন করেন। সংশ্লিষ্ট মালিকগণ এক উন্নয়ন চুক্তিতে **মেসার্স শিবম এন্টারপ্রাইজ**, অংশীদারি সংস্থা, বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য দক্ষিণ দমদম পুরসভার অনুমোদি প্ল্যান অনুযায়ী **(উক্ত প্রকল্প)** আবদ্ধ হন। আমার অন্যতম এক মক্কেল ভারতের অগ্রগণ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান **অ্যাডভান্স প্রসেসিং ফেসিলিটি (এপিএফ)** উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রদানের বিরেচনা করেন।

কোনও ব্যক্তি(গণ) এর উক্ত প্রকল্পে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা আপত্তি (বন্ধক, লিয়েন, চার্জ, লিজ বা অছি সীমাবদ্ধ নয়ে সহ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **৭ (সাত)** দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাবি বা আপত্তি জানাতে পারেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সময়ের পর কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না স্বত্ব দায় মুক্ত এবং আমার মক্কেল পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই এপিএপ অধীনে অনুমোদন অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন পরবর্তীতে কোনও দাবির উল্লেখ ব্যতীতই।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার,
রুম নং ৪৮, একতলা, ৬,
ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

Format C-1

(for candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in W.P. (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.))

Name and address of candidate: **DINEN ROY, Vill & P.O.- Abash, P.S.- Kotwali, (Midnapore), Dist - Paschim Medinipur, Pin-721102**

Name of political party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: **GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY - 2026**

Name of Constituency: **228-KHARAGPUR, WEST BENGAL**

I, **DINEN ROY** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and date	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-384/16, Dt. 30/03/16, N.C.R.-387/16, Dt. 28/03/16	Fixing for Appearance before Charge	Sec. 188 of I.P.C. & Sec. 3 of Epidemic Diseases Act
2	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-375/16 Dt. 29/03/16	Pending	u/s - 121 of WB Municipal Act. 2006
3	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-375/16 Dt. 29/03/16	Pending	u/s 23(A) of WB Panchayat (Amendment Act 2006)
4	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-373/16 Dt. 29/03/16	Pending	u/s 23(1) WB panchayat (Amendment Act 2010)
5	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-367/16 Dt. 27/03/16	Pending	u/s 121 of WB Municipal Act 2006
6	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-357/16 Dt. 27/03/2016	Pending	u/s 23(A) of WB Panchayat (3rd Amendment Act, 2006)
7	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-355/16 Dt.27/03/16	Pending	u/s 121 of WB Municipal Act 2006
8	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-356/16 Dt.27/03/16	Pending	u/s 23 (1) WB Panchayat Amendment Act 2010
9	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-385/16 Dt.30/03/16	Pending	u/s 23(1) WB Panchayat Amendment Act 2010
10	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-398/16 Dt. 05/04/2016	Pending	u/s 121of WB Municipal Act 2006
11	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-404/16, Dt.07/04/2016	Pending	u/s 121 of WB Municipal Act 2006
12	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-387/16 Dt. 31/03/16	Pending	u/s 121(1) of WB Municipal Act 2006
13	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	N.C.R.-386/16 Dt. 28/03/16	Pending	u/s 32 Police Act
14	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	NGR - 2618N/16 Dt. 23/06/16	Pending	u/s 124(4) of WB Municipal Act 2006
15	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	NGR - 2611N/16 Dt. 20/03/16	Pending	u/s 23N Panchayet Act
16	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	NGR-2608N/16 Dt.- 20/03/16	Pending	u/s 23N Panchayat Act
17	Court of Ld. Judicial Magistrate, 6th Court, Midnapore	NGR- 2615N/16 Dt.- 21/03/16	Pending	u/s 121 W.B. Panchayat Act

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Impose
1 to 17	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

*** In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.০৪.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-০৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** ব্রিজ নং ১৩ সিসিআর-এর স্প্যান নং ৫, ৬ এবং ৭-এর জন্য স্যান্ড ব্লাস্টিং ও মেটালাইজিং-এর জন্য ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৩৩,৩৭,৪০৮.৫০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৮,৬৬,৮০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন- ০৫-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে টিবিআর - ১৭.৪৭৩ কিমি, টিবিআর পয়েন্টস এবং ক্রশিং - ৩১ সেট, টিএসআরপি - ৪.৬৮৮ টিকেএম, টিটিআর - ৫০ সেট, টিএফআর - ১৯.২১৮ কিমি, টিবিআরপি - ৪.৯৩৪ কিমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৭৩,০৯,০৬১.৮৬ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৯,৪৬,২০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠেরো) মাস (উভয়ের জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা (উভয়ের জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (উভয়ের জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-05/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)

রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স রিক্সন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (CIN: U27109WB1998PLC086918) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৫ বি ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কটক অধিক্ষেত্র অধীন ''ওড়িশা রাজ্যে'' স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''ওড়িশা রাজ্যে'' স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি উপরে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

রিক্সন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডএর পক্ষে
রামস্বরূপ কেজরিওয়াল
ডিরেক্টর
ডিন : ০৩৩৭৬৩৭৫

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, অফিস নং ১৪০৪, ১৫তম তল
সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : +৯১ ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ার হস্তান্তর অনুরোধের নতুন দাখিল/ পুনঃদাখিলের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর অনুরোধের নতুন দাখিল/ পুনঃদাখিলের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডোর ব্যবস্থা করেছে। এই বিশেষ উইন্ডোটি ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এটি শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তর অনুরোধের জন্য প্রযোজ্য যেখানে হস্তান্তর দলিল ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে দাখিল করা হোক বা না হোক, এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্রটি উপলব্ধ আছে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের আবেদনপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেকস গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০৪৫-এর ঠিকানায় জমা দিতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই শেয়ারগুলি হস্তান্তরগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডের অধীনে থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন এই সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর / লিয়েন-মার্ক / বন্ধক রাখা যাবে না।

সক্ষম নিবেশক - আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান

বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (আইইপিএফ অথরিটি) সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - ''সক্ষম নিবেশক'' শুরু করেছে, যা ০১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ০৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। এই শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ এখনও অপ্রদেয়/দাবিহীন রয়েছে এবং তাদের 'নো ইয়োর কাস্টমার' (কেওয়াইসি) / অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডারের লভ্যাংশ অপ্রদেয়/দাবিহীন রয়েছে অথবা যাদের কেওয়াইসি তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি, তাদের উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিকল্পভাবে, স্বাক্ষরিত নথিগুলি আরটিএ-এর হালনাগাদ করা ইমেল আইডি - 'mcssta2012@gmail.com'-এ ইমেল করা যেতে পারে।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬ এপ্রিল ২০২৬

Format C-7

(for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)

(1) Name of the Constituency- **61-LALGOLA**

Name of the Candidate - **ADV. TARIQ AZIZ**

Sl. No.			
1.	Criminal antecedent		
	a.	Nature of the offence	Voluntarily hurt, Voluntarily causing grievous hurt, Assault or criminal fore to woman with intent to outrage her modesty, Criminal intimidation
	b.	Case No.	313/2024 under Police Station Bhagwangola, Dist. Murshidabad
	c.	Name of the Court	GRO Court Lalbag
	d.	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	NO
	e.	Date of conviction, if any	NOT APPLICABLE
	f.	Details of punishment undergone, if any	NOT APPLICABLE
	g.	Any other information required to be give	NO
2.	The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than 100 words)		The selected candidate is very sincere and is very dedicated towards the party. The candidate has a very good reputation in the society as he is doing social work at large scale in this area
3.	Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)		The cases registered against above named candidate are relating to the political enmity as he has a long political history in his area so he is found more suitable candidate to be selected as an MLA

Name and designation:
Asadul Sk
Musrhidabad President,A.I.M.I.M.party

Format C-2

(For political party to publish in website, newspapers,TV)

Declaration about criminal antecedents of candidate set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011(Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate : **All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (A.I.M.I.M.)**

Name of Election : **General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026**

Name of State : **West Bengal**

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of constituency	Name of candidate	(A) Pending criminal cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of case (s)	Sections of the Acts concerned & brief Description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	61-LALGOLA	TARIQ AZIZ	GRO Court Lalbagh Case No: 313/2024 Status: Charges not framed	Sec. 323, 325, 354, 506 IPC Voluntarily hurt, voluntarily causing grievous hurt, assault or criminal force to woman with intent to outrage her modestly, criminal intimidation.	NIL	NIL	NIL

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

নির্মল চন্দ্র রায় ● তৃণমূল প্রার্থী

ভোট আসে, ভোট যায়, ইস্তাহারে ধূপগুড়ির জন্য থাকে শুধু প্রতিশ্রুতি

নরেশ চন্দ্র রায় ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

ভোটের ময়দানে মতুয়াদের নাগরিকত্ব প্রদানের আশ্বাস দিলেন নরেন্দ্র মোদি। এসআইআর-এ বাদ পড়েছে হাজার হাজার মতুয়ার ভোটাধিকার। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি প্রভৃতি এলাকায় মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের বসবাস। এসআইআরের মাধ্যমে মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ট্রাইবুনাল তাঁদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিলেও তাঁরা এবার ভোট দিতে পারবেন না বলেই খবর। আর এই ঘটনায় মতুয়ারা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এমনই এক প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে কাওয়াখালির সভা থেকে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'তৃণমূল মিথ্যার ফ্যাক্টরি। সিএএর মাধ্যমে মতুয়াদের দেশের নাগরিকের সমান অধিকারের গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে আছি।'

যা নিয়ে বিরোধী শিবিরের কটাক্ষ, এটাই এখনও পর্যন্ত ভোটের বাজারে সেরা 'টোপ'। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিঁধতে ছাড়েননি তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান (সমতল) সঞ্জয় টিব্রেওয়াল। তাঁর বক্তব্য, 'ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পর এখন মতুয়াদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এটা সেরা নির্বাচনি টোপ। এতে চিঁড়ে ভিজবে না।' সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'ভারতীয়দের অবৈধ বানিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মালবাজার, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, মেখলিগঞ্জ, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও চোপড়া- এই ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি।প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাজুড়ে ছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ। দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ, মাদ্রাসার বরাদ্দ, উত্তরবঙ্গের বরাদ্দ, চা বাগান, রাজবংশী, আদিবাসী ইস্যু, চিকেন নেকের নিরাপত্তা, সেভক-রংপো রেলপথ ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে তাঁর ভাষণে। ক্রিকেটার রিচা ঘোষ ও টেবল টেনিস খেলোয়াড় মাস্তু ঘোষের নাম উল্লেখ করে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি তৈরির কথা ঘোষণা করেন তিনি।

তবে এই ধূপগুড়ির মাটিতে শাসকদলের বিরুদ্ধেও উঠছে একগাদা অভিযোগ। যার মধ্যে রয়েছে ধূপগুড়িতে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনাও। আর এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অধীন ধূপগুড়ি ইনস্পেকশন বাংলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে একটি নির্বাচনী কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ, নির্বাচন আচরণবিধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সরকারি জায়গায় এই সভার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বিরোধী দলগুলির দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচনী সময়ে কোনও সরকারি স্থানে রাজনৈতিক সভা বা জমায়েত করার অনুমতি নেই। সেই নিয়ম উপেক্ষা করেই ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে এই কর্মিসভা করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন নির্মান কর্মী ও টোটো চালক, যাঁরা আইএনটিটিইউসি-র সদস্য। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং, আইএনটিটিইউসি-র ধূপগুড়ি ব্লক সভাপতি আলম রাহমান এবং প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। সরকারি বাংলোর ভিতরে এই সভা হওয়ার ঘটনায় বিষয়টি নিয়ে সরব হয় বিজেপি ও সিপিএম। দুই দলের তরফেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিংয়ের সাফাই, 'এটি কোনও নির্বাচনী জনসভা নয়, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কর্মী বৈঠক ছিল।কেউ যদি অতি উৎসাহিত হয়ে তৃণমূলের কোনও ব্যানার লাগিয়ে থাকে সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। নির্বাচন আচরণবিধি মেনেই এই কর্মসূচি করা হয়েছে।' শুধু তাই নয়, ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ধূপগুড়ি বিডিও সোমনাথ হালদার বলেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়েছি সেখানে কর্মীদের পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এখানেই শেষ নয়, ধূপগুড়ি জুড়ে আছে জল-নিকাশি আর আবাসনের সমস্যা। তারই মাঝে ধূপগুড়ি পৌর পরিষেবার কঙ্কালসার চেহারাটাও প্রকট। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দুর্গন্ধে যখন জনজীবন অতিষ্ঠ, ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল যখন অমিল, ঠিক তখনই ব্রাত্য থেকে গেছে নাগরিকদের দীর্ঘদিনের অন্যতম দুই দাবি, একটি আধুনিক 'সুইমিং পুল' ও 'ইন্ডোর স্টেডিয়াম'। ছোটদের সাঁতার শেখা থেকে শুরু করে শরীরচর্চা, দশকের পর দশক ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছেন ধূপগুড়িবাসী। কিন্তু তৃণমূলি শাসনে সেই ফাইল আজও লাল ফিতের ফাঁসে বন্দি। সিপিআই(এম)'র স্পষ্ট অভিযোগ, সদিচ্ছার অভাব আর দুর্নীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েই শহরের উন্নয়ন আজ 'বিশ বাঁও জলে'। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বারবার দাবি করে আসছে, তাদের নাকি 'ভাঁড়ে মা ভবানী' দশা। নিজস্ব তহবিলে পরিকাঠামো গড়ার টাকা নেই। কিন্তু এই ধরনের যুক্তি মানতে নারাজ নাগরিক সমাজ। স্থানীয়রা মনে করেন, 'উদ্যোগ থাকলে টাকার অভাব বাধা হয় না। পৌরসভা যদি সঠিক সময়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাত, তবে অর্থ বরাদ্দ হওয়া অসম্ভব ছিল না। আসলে পরিকল্পনার চেয়ে প্রচারেই বেশি মন বর্তমান শাসক দলের।' এদিকে জলাশয়ের সংখ্যা কমায় ধূপগুড়ির অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়ে নিজেদের গ্যাঁট খরচ করে জলপাইগুড়িতে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যান সন্তানদের। এই প্রসঙ্গে তাঁরা হতাশার সুরে জানান, 'আগামী প্রজন্মের শারীরিক বিকাশের জন্য একটা সুইমিং পুল ও ইন্ডোর স্টেডিয়াম আশীর্বাদের মতো হতো, কিন্তু তা আজও স্বপ্নই রয়ে গেল।' পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, জায়গার অভাবের যে অজুহাত দেওয়া হচ্ছে তাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্টেশন সংলগ্ন ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বাম পৌরবোর্ডের আমলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য কেনা বিপুল জমি তৃণমূলের অনৈতিক বিরোধীতায় অব্যবহৃত পড়ে আছে। বর্তমানে সেই শেডে স্থানীয় মানুষ আলু ও গোবর রাখছেন। সেখানে অনায়াসেই সুইমিং পুল ও পার্ক গড়ে তোলা যেত। একইভাবে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দক্ষিণায়ন ক্লাবের দান করা জমিও আগাছায় ভরেছে। সেখানে অনায়াসেই একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা সম্ভব ছিল।

এই বঞ্চনা নিয়ে সুর চড়াতে দেখা যায় ধূপগুড়ি বিধানসভার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী নিরঞ্জন রায়কে। তিনি শাসকদলকে বিদ্ধ করে জানান, 'গত দেড় দশক ধরে পৌরসভার ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল নেতারা কেবল পকেট ভরার রাজনীতি করেছেন। সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আগামী দিনে বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে এই দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আমরাই পূরণ করব।'

এদিকে ধূপগুড়ির ইতিহাস বলছে, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমা শহরকে কেন্দ্র করে গঠিত ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটি একটি তফসিলি জাতি সংরক্ষিত আসন। ১৯৫১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী মানচিত্রে থাকা এই কেন্দ্রটি জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম। ধূপগুড়ি পুরসভা এলাকা, ধূপগুড়ি ব্লকের ন'টি ও বানারহাট ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই কেন্দ্র গঠিত। ভোটারের প্রায় ৮২ শতাংশ গ্রামীণ হওয়ায় ধূপগুড়ির রাজনৈতিক চরিত্র মূলত গ্রামনির্ভর।ঐতিহাসিকভাবে, ভারত বিভাজনের আগ পর্যন্ত ধূপগুড়ি একটি সাধারণ গ্রাম ছিল। বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের ঢল নামে। ইতিহাসে ফিরে তাকালে দেখা যায়, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ঢল ধূপগুড়ির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে দেয়।

ভৌগোলিকভাবে, ধূপগুড়ি ভুটানি হিমালয়ের পাদদেশে, ডুয়ার্স অঞ্চলের উর্বর পলি সমভূমিতে অবস্থিত। ভূখণ্ডটি মূলত সমতল হলেও উত্তর দিকে নিচু পাহাড় দেখা যায়। ২০০২ সালে পুরসভার মর্যাদা পেলেও আজও এই এলাকার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। ডুয়ার্সের উর্বর সমতলে অবস্থিত ধূপগুড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে জলঢাকা নদী। দাইনা, গিলান্ডি, ডুডুয়া-সহ একাধিক ছোট নদী এই এলাকার জমিকে উর্বর করলেও বর্ষায় থাকে বন্যার ঝুঁকি। ধান, পাট ও সবজি চাষের পাশাপাশি চা-বাগানই এখানকার অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে ধূপগুড়ি তুলনামূলক সুবিধাজনক।

নিউ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার রেলপথ, রাজ্য সড়ক, স্কুল,কলেজ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। তবে উন্নত চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য এখনও বহু মানুষকে শিলিগুড়ি বা কলকাতামুখী হতে হয়।

ধূপগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বামফ্রন্ট। এখনও পর্যন্ত হওয়া ১৬টি বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম আটবার জয় পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৭ থেকে ২০১১, টানা তিন দশকেরও বেশি সময় এই আসনে বামেদের আধিপত্য ছিল। কংগ্রেস তিনবার জয় পেয়েছে, একবার জিতেছিল সংযুক্ত সমাজবাদী দল। সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির উত্থানে সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে। ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালী রায় সিপিএমের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটান। ২০২১ সালে বিজেপি প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায় অল্প ব্যবধানে তৃণমূলকে হারিয়ে চমক দেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পর ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে আবারও আসন ফিরে পায় তৃণমূল। তবে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক হাজার ভোট, যা ধূপগুড়ির রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে স্পষ্ট করে। এই দোলাচল দেখা গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনেও।২০১৯ সালে বিজেপি যেখানে বড় ব্যবধানে এগিয়ে ছিল, ২০২৪ সালে সেই লিড অনেকটাই কমে যায়। একসময় অপ্রতিরোধ্য সিপিএম এখন পরপর নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে শেষ করছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। ভোটার সংখ্যার নিরিখে ধূপগুড়ি উত্তরবঙ্গের বড় কেন্দ্রগুলির অন্যতম। ২০২৪ সালে এখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২.৭ লক্ষ। তফসিলি জাতির ভোটার প্রায় ৫৫ শতাংশ। এই আসনের রাজনৈতিক চালচিত্র নির্ধারণে তাঁদের ভূমিকা নির্ণায়ক। পাশাপাশি প্রায় ১৬ শতাংশ মুসলিম ভোটারও গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ভোটদানের হার বরাবরই বেশি, যা এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ।

তবে ধূপগুড়ির মাটিতে ভোট আসে, ভোট যায়, শাসকদলের ইস্তেহারে বড় বড় হরফে প্রতিশ্রুতি ছাপা হয়। কিন্তু বাস্তবের জমিতে ধূপগুড়ির প্রাপ্তি কেবল একরাশ বঞ্চনা। আর সেই কারণেই ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ধূপগুড়ি স্পষ্টতই এক রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের মঞ্চ। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল। যদি সিপিএম কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তবে ভোটের অঙ্ক আরও জটিল হবে। তফসিলি ভোটব্যাঙ্ক যেখানে জয়,পরাজয়ের চাবিকাঠি, সেখানে ধূপগুড়ি উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে নজরকাড়া যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠতে চলেছে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২৩ সালের বিধানসভা উপনির্বাচনের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
নির্মল চন্দ্র রায়	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৭,৬১৩	৪৬.২৮ %
তাপসী রায়	বিজেপি	৯৩,৩০৪	৪৪.২৩ %
ঈশ্বরচন্দ্র রায়	সিপিএম	১৩,৭৫৮	০৬.৫২ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
ধূপগুড়ি	২,৪৫,০০০	২,৬০,৮৫৩	২,৫৮,৬২৫

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে শিলিগুড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ।

রোড শো করছেন রায়গঞ্জ কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত।

নির্বাচনী প্রচারে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শশী পাঁজা।

প্রচারে চৌরঙ্গি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচারে চন্দননগর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মনীশ পণ্ডা।

প্রচারে রাণাঘাট উত্তর-পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম বিশ্বাস।